NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ফের ভারত - পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর দাবি ট্রাম্পের

ভোটের আগে বিহারে বাজেয়াপ্ত ২৪ কোটির মদ ৭

কলকাতা ২১ অক্টোবর ২০২৫ ৩ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.10.2025, Vol.19, Issue No. 129, 8 Pages, Price 3.00

সঙ্গীতে আলোর উৎসবের শুভেচ্ছা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলোর উৎসবে ঝলমল করছে গোটা বাংলা। কালীপুজো, তার পরেই দীপাবলি ও ভাইফোঁটা। সপ্তাহভর উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা রাজ্য। আর এই উৎসবের আবহে নিজস্ব সুরে ও কথায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডলে প্রায় দুই মিনিটের একটি মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করেছেন তিনি, যেখানে তাঁরই লেখা ও সুর করা কালীপুজোর গান গেয়েছেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থনা, 'অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দিয়ে, শান্তি নিয়ে এসো মা।'

এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দয়াময়ী মা, আমার করুণাময়ী মা, এসো মাগো আলোর দেবী, আলো নিয়ে এসো মা। অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দিয়ে শান্তি নিয়ে এসো মা। সকলকে জানাই কালীপুজো ও দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই উপলক্ষে আপনাদের সঙ্গে আমার লেখা ও সুর করা এবং শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া কালীপুজোর একটি গান শেয়ার করে নিচ্ছি।'

প্রতিবছরই কালীপুজোর দিন অন্যরূপে ধরা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ির পুজোর কাজ কাজ প্রায় নিজের হাতেই সারেন তিনি। নিজেই খিচুড়ি ভোগ রান্না করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। অতিথি আপ্যায়নেও দেখা যায় তাঁকেই। এবারও তার অন্যথা হল না। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও প্রতিবছর ধুমধাম করে কালীপুজো হয়। পুজোয় তিনি নিজেই কর্ত্রী, তদারকি থেকে অতিথি আপ্যায়ন, সবই করেন নিজে হাতে। সন্ধ্যায় নিজের হাতে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালান তিনি। কথা বলেন বাড়িতে আসা অতিথিদের সঙ্গে। রীতিমতো খোশ মেজাজে দেখা যায় তাঁকে।

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ছাড়াও ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, তা নতুন নয়। রাজনীতির পাশাপাশি কবিতা, গান, প্রবন্ধ, সুরচর্চা ও চিত্রকলায় তাঁর সৃজনশীলতা বারবার নজর কেড়েছে। দুর্গাপুজোর সময়ও একাধিক পুজো উদ্যোক্তার অনুরোধে গান লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার আলোর উৎসবেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তাঁর নিজের লেখা ও সুর করা গানেই আলো, ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

নিজের বাড়ির কালীপুজোর প্রস্তুতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতায় জব্দ শব্দাসুর, রঙিন ধোঁয়ায় বিপদবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর সন্ধেয় বাজির আওয়াজে কান পাতা দায় হয় কলকাতায়। তবে এবার নিঃসন্দেহে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বাজির আওয়াজ সে ভাবে যন্ত্রণার কারণ হয়নি শহরবাসীর জন্য। এর মূল কারণ, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ। এদিকে কলকাতা পুলিশও জানিয়ে দিয়েছিল রাজ আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পোড়ানো যাবে বাজি। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশ হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েই রেখেছে এর অন্যথা হলে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন তারা। এদিকে, কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে কলকাতার নগরপাল মনোজ বর্মা নিজে বলেন, 'বাজি সংক্রান্ত পুলিশি নিষেধাজ্ঞা না মানলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে।' তিনি কলকাতা পুলিশের সমস্ত অফিসার ইন-চার্জদের এ নির্দেশও দিয়েছেন, যাতে সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের বাজি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা যথাযথ ভাবে মেনে চলা হয়। এবার দেদার বিক্রি হয়েছে সবুজ বাজি। শব্দবাজি এবং দূষণ ঘটানোর মতো উপাদান থাকলে তা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফাটানোর অনুমতি রয়েছে কেবলমাত্র গ্রিন বাজি। তা সত্ত্বেও নিয়মের বেড়াজাল পেরিয়ে কান ফাটানো বাজির শব্দ শোনা যাচ্ছে এমনটা হলে কোথায় অভিযোগ জানাবেন তাও জানিয়ে রাখা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুমও। ১৯ অক্টোবর থেকেই তা খুলে গিয়েছে। খোলা থাকবে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত। যে কোনও অভিযোগ জানাতে ফোন করতে পারেন কন্ট্রোল রুমে (০৩৩) ২২০২ ৩০৫৭। ফোন করতে পারেন ১৮০০ ৩৪৫ ৩৩৯০ টোল ফ্রি নম্বরেও। অর্থাৎ লালবাজারের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের পর কানফাটানো শব্দে বাজি ফাটালে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে এই নম্বরগুলিতে।

দীপাবলির উৎসব মানেই আলো, আনন্দ আর আতসবাজির ঝলকানি। কিন্তু এই উৎসবের রঙিন ধোঁয়া যেমন আনন্দ আনে, তেমনই আনে শ্বাসরুদ্ধ করা দূষণ। এই সমস্যা মোকাবিলায় বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন পরিবেশবান্ধব আতসবাজি, যাকে বলা হয় সবুজ আতসবাজি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলি কি সত্যিই পরিবেশবান্ধব?

বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদের অধীনস্থ জাতীয় পরিবেশ প্রকৌশল গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০১৮ সালে প্রথম এই সবুজ আতসবাজি তৈরি করে। এর তিনটি প্রধান ধরন হল, সেফ ওয়াটার রিলিজার, সেফ থার্মাইট ক্র্যাকার এবং সেফ মিনিমাল অ্যালুমিনিয়াম। এই নতুন গঠনে বেরিয়াম নাইট্রেট বাদ দিয়ে পটাশিয়াম নাইট্রেট বা স্ট্রনশিয়াম লবণ ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে জিওলাইট ও লোহা অক্সাইড যুক্ত করা হয় ধুলো দমনকারী পদার্থ হিসেবে। এর ফলে প্রচলিত আতসবাজির তুলনায় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কম ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া উৎপন্ন হয় বলে জানানো হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

তবে কম দূষণ মানেই দূষণমুক্ত নয়। সবুজ আতসবাজিতে বেরিয়াম নাইট্রেট না থাকায় ফুসফুসে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি কিছুটা কমে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই আতসবাজি পোড়ানোর পর অ্যালুমিনিয়াম, তামা ও স্ট্রনশিয়াম জাতীয় ধাতব কণা বাতাসে ও মাটিতে থেকে যায়। ফলে পরিবেশের ক্ষতি পুরোপুরি রোধ করা যায় না।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যদিও মোট দূষণ কিছুটা কমে, কিন্তু অতিক্ষুদ্র ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই কণাগুলি এতটাই ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তা ফুসফুস ও রক্তে প্রবেশ করে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আতসবাজির ধোঁয়া শিশু, বৃদ্ধ ও শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক। অ্যালুমিনিয়াম ও বেরিয়ামের দ্রবণীয় যৌগ পেশী ও ফুসফুসে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আতসবাজি পোড়ানোর সময় বাতাসে সূদ ধূলিকণার মাত্রা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেড়ে যায়। তাই 'কম ক্ষতিকর' মানেই নিরাপদ নয়।

বিশ্বের বহু দেশ, যেমন চিন, ব্রিটেন এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ, শহরাঞ্চলে আতসবাজি নিষিদ্ধ করেছে। অথচ ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে সরকারি উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব আতসবাজি তৈরির ও অনুমোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও শহরের বাতাসে ক্রমবর্ধমান দূষণের মধ্যে এই আতসবাজি পোড়ানোও দূষণ বাড়াচ্ছে। তাই বলা যায়, সবুজ আতসবাজি কিছুটা কম ক্ষতিকর হলেও একে এখনও পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব বলা যায় না।

মাও-মুক্ত ভারতের 'গ্যারান্টি' মোদীর

পানাজি, ২০ অক্টোবর: ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সুরই এবার ধরা পড়ল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলায়। সোমবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'গত ১১ বছরে দেশের মাওবাদী প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ১২৬ থেকে কমে ১১তে দাঁড়িয়েছে। গত ৭৫ ঘণ্টায় ৩০৩ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন।' এর পরই মোদী বলেন, তিনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন, দেশ থেকে মাওবাদ পুরোপুরি নির্মূল হবে।

নিরাপত্তাবাহিনীর প্রশংসা করে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ক্ষমতায় আসার পর আমাদের সরকার মাওবাদ নির্মূল করতে নিরন্তর কাজ করছে। দেশ তার ফলাফল দেখছে। একটা সময় দেশে ১২৫টির বেশি জেলা মাও-সন্ত্রাসে আক্রান্ত ছিল, যা কমে এখন দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১তে। এর মধ্যে আবার ৮ জেলায় মাওবাদের প্রাদুর্ভাব কমেছে, মাত্র ৩টি জেলায় ওদের প্রাদুর্ভাব বেশি। গত দশকে প্রচুর মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মাওবাদের কারণে দেশ যুবসমাজকে হারিয়েছে। মাওবাদীরা স্কুল, হাসপাতাল তৈরি করতে দেয়নি। যা তৈরি হয়েছিল তা বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। আদিবাসীরা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। দলিত, আদিবাসীদের উপর দারিদ্র চরম আকার নিয়েছিল। বহু মা তাঁর সন্তান হারিয়েছেন। গত ৫০ বছরে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে সে পরিস্থিতি এখন বদলে গিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'একটা সময় মাওবাদীদের দুর্গ বলা হল বস্তারকে। আজ সেখানকার পথভ্রষ্ট যুবকরা মূল স্রোতে ফিরে আসছেন। এই পথে তাঁরা তাঁদের যৌবন কাটিয়ে ফেলেছেন। পরিবর্তন আনতে যে পথকে তাঁরা সঠিক বলে ভেবেছিলেন যে ভুল তাঁদের ভেঙেছে। এখন তাঁরা সংবিধানের পথে। একদা মাও-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিও আজ দীপাবলির আলোয় আলোকিত হচ্ছে। সেখানেও আনন্দের প্রদীপ জ্বলবে। আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করছি যে সেই দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন দেশ সম্পূর্ণরূপে মাওবাদী সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হবে। এটিও মোদীর গ্যারান্টি।'

পাশাপাশি, দেশে মাওবাদের বাড়বাড়ন্তের জন্য কংগ্রেসকেও তোপ দাগতে ছাড়েননি মোদী। তিনি বলেন, ''কংগ্রেসের শাসনে দেশে মাওবাদের লাগাতার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। এদের মদতেই 'আরবান নকশাল' দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মাওবাদীদের সন্ত্রাসের কথা যাতে দেশের মানুষের কানে না পৌঁছয় তার জন্য একটা বড় চক্র কাজ করত। দেশে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস শাসনে মাওবাদীরা কীভাবে একের পর এক প্রতিষ্ঠান দখল করে সেসব ধামাচাপা দেওয়া হয়।'

প্রয়াত আসরানি

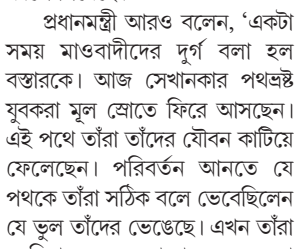

■ **উৎসবের আনন্দের মাঝেই শোকের আবহ বিনোদন জগতে। চলে গেলেন বর্ষিয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। শোকস্তব্ধ বলিউড। দীর্ঘ রোগভোগের পর সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এই অভিনেতা। প্রয়াত অভিনেতার ভাইপো অশোক আসরানি এদিন সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিকেল ৪টে নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আসরানি। প্রায় সাড়ে তিনশো হিন্দি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। পাঁচ দশকের অভিনয় জীবনে ইতি ঘটল।**

রণতরীতে দীপাবলি প্রধানমন্ত্রীর

পানাজি, ২০ অক্টোবর: প্রতি বছরের মতো এ বছরও ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এ বারের দীপাবলির সকালটা ভারতীয় নৌসেনার সঙ্গে কাটাতে রবিবার রাতেই গোয়া ও কারওয়ারের উপকূলে দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশেষ এই অনুষ্ঠানের জন্য সোমবার সকালে সেনার পোশাকেই দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। সঙ্গে ভারতের তিন সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মনির্ভরতার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল স্বদেশি রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত! নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছিল 'ব্রহ্মস' এবং 'আকাশ'-এর মতো ক্ষেপণাস্ত্রগুলিও। দীপাবলির সকালে গোয়ায় আইএনএস বিক্রান্তে বসে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মোদী বলেন, 'আজ থেকে মাত্র কয়েক মাস আগে আইএনএস বিক্রান্ত-এর নাম শুনেই গোটা পাকিস্তানের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল! মহাসাগরের বুক চিরে এগোনো স্বদেশি এই রণতরী ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তির প্রতীক, যার নাম শুনেই শত্রুরা ভয়ে কাঁপে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আইএনএস বিক্রান্ত যে দিন থেকে ভারতীয় নৌসেনার হাতে এসেছে, সে দিন থেকেই নতুন বল পেয়েছে তারা। শুধু তা-ই নয়, আত্মনির্ভর ভারত এবং মেড ইন ইন্ডিয়ার প্রতীকও হয়ে উঠেছে এই রণতরী।

মোদী বলেন, 'সেনার আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। বীর জওয়ানেরাও এই দেশের মাটিতেই জন্মেছেন। যে দিন আমাদের সমস্ত অস্ত্র, যানও দেশের মাটিতে তৈরি হবে, তখনই সেনা আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাবে।' তবে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন সশস্ত্রবাহিনীর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভারতেই তৈরি হয়। গত ১১ বছরে প্রতিরক্ষা খাতে উৎপাদন ৩০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। প্রতি ৪০ দিনে একটি করে যুদ্ধজাহাজ কিংবা সাবমেরিন ভারতীয় নৌসেনায় যোগদান করছে। মোদীর দাবি, এই হারে চলতে থাকলে অচিরেই বিশ্বের শীর্ষ প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারকদের অন্যতম হয়ে উঠবে ভারত।

পাশাপাশি, ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথা মনে করিয়ে দিয়ে মোদী বলেন, 'ভারতের তিন সশস্ত্রবাহিনীর সমন্বিত শক্তিই সে সময় পাকিস্তানকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল। ব্রহ্মস এবং আকাশের মতো ক্ষেপণাস্ত্রগুলিও অপারেশন সিঁদুরের সময় নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল।'

প্রসঙ্গত, 'ব্রহ্মস'ও ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি দূরপাল্লার সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে গত মে মাসে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নির্দিষ্ট কিছু জঙ্গিঘাঁটি লক্ষ্য করে যে আক্রমণ চালিয়েছিল ভারত, তাতে নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছিল ব্রহ্মস।

সোমবার গোয়াতে আইএনএস বিক্রান্ত রণতরীতে নৌসেনাদের সাথে দীপাবলি উদযাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

রাশিয়ার তেল নিয়ে ফের শুল্ক হুঁশিয়ারি ডোনাল্ডের

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর: ভারতের পণ্যে ফের চড়া শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানালেন, রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনা বন্ধ না-করলে চড়া হারেই শুল্ক দিয়ে যেতে হবে ভারতকে। এমনকি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে তিনি এই সংক্রান্ত নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন বলেও দাবি করেছেন আবার। গত সপ্তাহেই তাঁর এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিল নয়াদিল্লি।

উল্লেখ্য, রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনার কারণে ভারতের উপর 'শাস্তিমূলক' ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। এর ফলে দু'দেশের বাণিজ্য ধাক্কা খেয়েছে। গত সপ্তাহে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, মোদীর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। রাশিয়ার তেল আর কিনবেন না বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এর পরেই ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদীর সম্প্রতি কোনও ফোনালাপ হয়নি। ট্রাম্পের দাবি একপ্রকার উড়িয়েই দিয়েছিল সাউথ ব্লক। কিন্তু ফের একবার সেই একই দাবি করে বসলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

সোমবার সকালে এয়ার ফোর্স১ বিমানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ট্রাম্প। ভারতের উপর শুল্ক নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ার তেলের ব্যাপারটা তিনি আর করবেন না।' এর পর এক সাংবাদিক জানতে চান, ভারত সরকার তাহলে কেন এই দাবি অস্বীকার করছে? ট্রাম্প বলেন, 'সেটা তো আমি জানি না। কিন্তু ওরা যদি এখন সেটা বলতে চায়, তবে ওদের চড়া হারে শুল্ক দিয়ে যেতে হবে। ওরা সেটা চায় না।' সূত্রের দাবি, এই মুহূর্তে রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং আরও তেলের বরাত দেওয়া হয়েছে মস্কোকে। সরকারি ভাবে অবশ্য এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়নি। আমেরিকার সঙ্গেও বাণিজ্য নিয়ে সমঝোতার আলোচনা চলছে।

উল্লেখ্য, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়ার তেল কেনা বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। আন্তর্জাতিক বাজারে বিধিনিষেধের কারণে রাশিয়া সস্তায় তেল বিক্রি করছে। ভারত এখন তাদের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। আমেরিকা এতে আপত্তি তুলে জানিয়েছে, ভারত তেল কেনার কারণেই ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছে রাশিয়া। ভারতের তেলের টাকা যুদ্ধের খরচ জোগাচ্ছে। ভারতের অবস্থান এ বিষয়ে প্রথম থেকেই কঠোর। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারদর এবং জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই তারা বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ করে থাকে। তৃতীয় কোনও দেশের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তেল নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চাপানউতরের মাঝে রাশিয়া এবং ভারতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

সোনারপুরে দাদুর হাতে খুন নাতনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার বছরের শিশুর মৃত্যু তার দাদুর হাতেই। ঘটনাস্থল সোনারপুর। রবিবার সন্ধ্যায় সোনারপুর থানার অন্তর্গত কোদালিয়ার কদমতলা এলাকায় হঠাৎ-ই একটি বাড়ি থেকে শোনা যায় এক শিশুর আর্তনাদ। চিৎকার শুনে ছুটে যায় পাড়ার লোকজন। তাঁরা ঢুকেও পড়েন বাড়িতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, শিশুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে, শরীরে ক্ষত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রাই ওই শিশুকে সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছিল। শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার তদন্তে নামে সোনারপুর থানার পুলিশ। পারদ চড়েছিল সোনারপুরে।

পুলিশের নজরে মূল অপরাধী হিসাবে ছিলেন একজনই। ওই শিশুর দাদু। ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে শিশুর পরিচারিকা ও দিদাকেও। জেরার মুখে পড়ে সব স্বীকার করেন ওই শিশুকন্যার দাদু। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, এই খুনের নেপথ্যে হাত রয়েছে তাঁরই। রবিবার সন্ধ্যায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের নাতনিকে খুন করেছেন। এমনকি নাতনিকে কারওর সঙ্গে খেলতে দিতেন না তিনি। কার্যত বাড়িতেই বন্দি করে রাখতেন। এই ঘটনায় পুলিশের অনুমান, মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ওই অভিযুক্ত। বলে রাখা প্রয়োজন, একই অনুমান স্থানীয়দেরও। তারা জানিয়েছেন, কোনও শিশুকেই সহ্য করতে পারতেন না অভিযুক্ত। বড্ড খিটখিটে, বদ মেজাজি, নাতনিকেও সারাদিন ঘরেই আটকে রাখতেন। ওই অভিযুক্তের মোট দুই কন্যা সন্তান ছিল। যাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘিরেও অভিযোগ রয়েছে এলাকাবাসীর। তাঁদের দাবি, প্রথম কন্যাকে তিনিই খুন করেছিলেন। অবশ্য, এই নিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

উল্লেখ্য, নিহত শিশুর মা কলকাতার এক নামী বৈদ্যুতিক বিপণিতে কর্মরত। বাবা একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী। প্রতিদিনের মতো রবিবারও কাজে গিয়েছিলেন তাঁরা। এই সময় বাড়িতে দাদু, দিদা ও এক মহিলা পরিচারিকার সঙ্গেই ছিল ওই শিশুকন্যা।

দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ,অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার, পুরমাতা তুলসি সিনহা রায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হয়ে গেল সল্টলেকের ই-ব্লকের ইউথ গ্রুপ ক্লাবের প্রথম বর্ষের কালীপুজো।

রহস্য, সাধনা আর উত্তরাধিকারের কাহিনি

হাওড়ার জানবাড়ির কালীতীর্থ আজও তন্ত্রসাধনার পীঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ইতিহাস আর রহস্য যেন পাশাপাশি হাঁটে হাওড়ার 'জানবাড়ি'তে। প্রাচীন তন্ত্রসাধনার এই কেন্দ্র আজও বহন করে চলেছে একাধিক যুগের গোপন কাহিনি ও উত্তরাধিকারী সাধনার চিহ্ন। হাওড়ার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই কালীতীর্থ কেবল ধর্মীয় স্থাপনা নয়; এ এক জীবন্ত ইতিহাস, যেখানে লোককথা, বিশ্বাস আর সাধনার পথ একাকার হয়ে গেছে।

নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এক কালে তাঁর রাজসভায় কর্মরত এক শাস্ত্রজ্ঞকে প্রায় ২০০ বিঘে নিষ্কর জমি দান করেন হাওড়ার বেলকুলিতে, যা আজকের চক্রবেড়িয়া অঞ্চল। সেই শাস্ত্রজ্ঞের উত্তরপুরুষ অচ্যুত পঞ্চাননের হাত ধরেই শুরু হয় 'জান' পরম্পরা। জনশ্রুতি বলে, তিনি একদিন অলৌকিকভাবে একটি কষ্টিপাথরের

কালী শিলামূর্তি লাভ করেন এবং সেখান থেকেই মায়ের পুজো শুরু করেন। তাঁর বংশধর রামকুমার ভট্টাচার্য পরে সেই শীলামূর্তি চক্রবেড়িয়ায় এনে প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজকের 'জানবাড়ি কালীতীর্থ'।

তৎকালে 'জান' উপাধি দেওয়া হত যাঁরা গভীর জ্ঞান, শাস্ত্রচর্চা ও তন্ত্রসাধনায় পারদর্শী তাঁদের। 'জান' শব্দটি 'জ্ঞান'-এর অপভ্রংশ; আর সেই থেকেই এই পরিবারের নাম 'জানবাড়ি'।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের সদস্যরা পরিচিত হন জ্যোতিষ ও কোষ্ঠীবিদ্যা চর্চার জন্যও। তাঁদের পূর্বপুরুষদের কথিত ভবিষ্যদ্বাণী আজও হাওড়ার গলিপথে কিংবদন্তী হয়ে ঘোরে।

যদিও আজ জানবাড়ি একাধিক অংশে বিভক্ত, আদি বাড়িটি হারিয়ে গেছে সময়ের স্রোতে। দালালপুকুর সংলগ্ন শরিকি বাড়িগুলির একটিতে এখনও মায়ের মন্দির রয়েছে। অচ্যুত পঞ্চাননের প্রাপ্ত সেই অষ্ট ইঞ্চির কালী শিলাটি আজও মন্দিরের কেন্দ্রবিন্দু; যা প্রতিটি নতুন প্রতিমার বুকে স্থাপন করা হয়, যতবারই মূর্তি নবীকরণ হোক না কেন।

জানবাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পঞ্চমুণ্ডীর আসন; যা জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত হয় কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি তিথিতে। তবে বছরের অন্য সময়েও এখানে ভক্তদের ভিড় কমে না। কেউ আসেন ভাগ্যবিচারের আশায়, কেউ তন্ত্রসাধনার শক্তির পরশ পেতে, কেউ আবার মুক্তির সন্ধানে। তিন শতাধীর বেশি পুরনো এই 'জানবাড়ি' আজও এক রহস্যময় সাধনাক্ষেত্র;যেখানে সময়, সাধনা আর ইতিহাসের রেখাগুলি মিলেমিশে গেছে দেবীর অলৌকিক ছায়ায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে অক্টোবর। ৩ রা কার্তিক। মঙ্গল বার, মহাকালী অমাবস্যা তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(আজ কার্তিক অমাবস্যা তিথী। সময়কাল বেলা ৪/২৭ মিনিট পর্যন্ত । দ্বীপান্বীতাকৃত্য । অতিরিক্ত বিবাহ)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দীপাবলিতে নিরাপদে উদ্‌যাপন, হাওড়া সিটি পুলিশের নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দীপাবলির আলোকমুখর দিন আসছে। শহরের প্রতিটি কোণ আলো আর আতশবাজির ঝলমলে পরিবেশে রঙিন হতে চলেছে। তবে এই আনন্দের মুহূর্তে দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে হাওড়া সিটি পুলিশ সতর্কবার্তা জারি করেছে। পুলিশ জানিয়েছে; দীপাবলির উৎসব আনন্দময় হোক, কিন্তু দায়িত্ববোধও থাকুক। নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতামূলক নির্দেশনার বার্তা পুলিশের। দাহ্য পদার্থের কাছে কখনও বাজি রাখবেন বা ফাটাবেন না।

উচ্চ শধযুক্ত বাজি ব্যবহার করে আশপাশের শান্তি বিঘ্নিত করবেন না। বাজি ফাটানোর সময় রেশম বা সিন্থেটিক পোশাক পরবেন না, কারণ এতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে। বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার বা ট্রান্সফরমারের কাছে বাজি ফাটানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শিশুদের বাজি ফাটানোর সময় একা রাখবেন না। নিরাপদ উদযাপনের নির্দেশিকায় বার্তা দিল পুলিশ।

নিজস্ব প্রাথমিক চিকিৎসার কিট সঙ্গে রাখুন। অনুমোদিত সবুজ আতসবাজি ব্যবহার করুন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাজি ব্যবহার করুন। খোলা জায়গায়, প্রাপ্তবয়স্কদের তত্ত্বাবধানে বাজি ফাটান। হাওড়া সিটি পুলিশের বার্তা স্পষ্ট—সতর্ক থাকুন, নিরাপদ থাকুন, আনন্দে দীপাবলি উদ্‌যাপন করুন।

ক্রীড়া সংগঠক ও মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হল নীতি সংঘের এবছরের কালীপুজো। ৭১ নম্বর ওয়ার্ড স্পোর্টস সেলের সভাপতি ভিকি সাউয়ের পুজো বলেই বিখ্যাত ভবানীপুরের পুলিশ হাসপাতাল সংলগ্ন এই পুজো।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি গৌতম চক্রবর্ত্তী, পিতা-মৃত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং-গোকুলপুর, পোঃ-কাটাগঞ্জ, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, গত ইং ১৪-১১-২০১৯ সাল IV-326/19 দলিল বলে সুজয় দে, পিতা-মৃত হরেকৃষ্ণ দে, সাং গোকুলপুর, পোঃ-কাটাগঞ্জ, জেলা-নদীয়া- ৭৪১২৫০, মহাশয়কে ৭৩ নং গোকুলপুর মৌজায় খতিয়ান নং ১৮৪৫, ১৫৭ নং দাগে মোট সম্পত্তির পরিমান ১৫.৪৫ শতক জমির আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবকে কায্য হইবে। আমি গৌতম চক্রবর্ত্তী, পিতা-মৃত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, সাং- গোকুলপুর, পোঃ- কাটাগঞ্জ, থানা- কল্যাণী, জেলা-নদীয়া, গত ইং ১৪-১১-২০১৯ সাল IV-326/19 দলিল বলে সুজয় দে, পিতা-মৃত হরেকৃষ্ণ দে, সাং গোকুলপুর, পোঃ-কাটাগঞ্জ, জলা-নদীয়া-৭৪১২৫০,মহাশয়কে ৭৩ নং গোকুলপুর মৌজায় খতিয়ান নং ১৮৪৫, ১৫৭ নং দাগে মোট সম্পত্তির পরিমান ১৫.৪৫ শতক জমির আমমোক্তার নিযুক্ত করি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার রাজস্ব দপ্তরের ১০০০/১৫/২২/২০২৪ নম্বর ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশনামা মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি । ঘাটাল অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের ২০১১ সালের ৪ নম্বর বহির ০৫ নম্বর রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী সমিত মন্ডল, পিতা-স্বর্গীয় সত্যহরি মন্ডল মহাশয়কে ১।শ্রীমতী আভা দাস, স্বামী-শ্রী রঞ্জিত দাস ২।শ্রীমতী শুভা মন্ডল, স্বামী-শ্রী শুকদেব মন্ডল এবং ৩।শ্রীমতী মুক্তা জানা, স্বামী- শ্রী প্রভেশ জানা তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঘাটাল অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের ২০২৩ সালের ১ নম্বর বহির ২১৩৩ নম্বর রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী সমিত মন্ডল, পিতা-স্বর্গীয় সত্যহরি মন্ডল মহাশয়কে শ্রী বিভাস মন্ডল, পিতা-স্বর্গীয় সত্যহরি মন্ডল তাঁহার পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন । উক্ত আমমোক্তারনামা বলে শ্রী সমিত মন্ডল কোন্নগর মৌজায় ৫১০১, ৫১০২, ৫১০৩, ৫১০৪, ৫১৫৩, ৫১৫৪ ও ৫১১৫ নম্বর খতিয়ানে সাবেক (আর.এস.) ১৬৫৩ তথা হাল (এল.আর.) ৩৯৮৭ দাগে ৪.২৮৩ শতক সম্পত্তি শ্রীমতী খুশিরানী মুখার্জী মহাশয়কে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস-১ এর ২০২৫ সালের ১৫৭৯৮ নম্বর রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে ১.৮৩৩ শতক ও ১৫৭৯৯ নম্বর রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে ২.৪৫০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করানো হইতেছে যে কাহারো যদি এই হস্তান্তরের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে আগামী একমাসের মধ্যে ঘাটাল বি.এল.এন্ড.এল.আর ও অফিসে জানাইবেন।অন্যথায় পরবর্তীকালে উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন কেস গুলি আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।
PRITI SANKAR GHOSH
ADVOCATE, GHATAL COURT

উত্তর কলকাতার মানিকতলা বাজারের সন্নিকটে রাজা গোপীমোহন স্ট্রিট, (রাজপুত) নিহা সিং,রাজ কুমার সিং, মীনা সিং পরিবারে শ্রীশ্রী শ্যামাকালী মায়ের পুজো। পুজো ও হোম-যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় ভক্তদের মধ্যে।

'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের উন্নত সংস্করণ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর ও দীপাবলির সময় মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরও এক নতুন সুবিধা আনল কলকাতা মেট্রো। সোমবার মেট্রো রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপের উন্নত সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলওয়ের একাধিক পদস্থ আধিকারিক ও সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস-এর প্রতিনিধিরা।

নতুন সংস্করণে যুক্ত হয়েছে ব্যাংকের স্মার্ট গেটওয়ে, যার মাধ্যমে যাত্রীরা এখন আরও সহজে ও দ্রুত টিকিটের অনলাইন পেমেন্ট সম্পন্ন করতে পারবেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানায়, এতে ইউপিআই ইনটেন্ট-সহ আরও নানা ধরনের ডিজিটাল পেমেন্ট সুবিধা যুক্ত হওয়ায় যাত্রীরা দ্রুত এবং নিরাপদে টিকিট কেনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

মহাব্যবস্থাপক শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানান, মেট্রো রেলের প্রতিটি যাত্রীর সুবিধাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে যাত্রীসেবা আরও দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক করার দিকেই আমরা এগোচ্ছি। কালীপুজোর দিন থেকে এই অ্যাপের উন্নত সংস্করণ চালু হওয়ায় উৎসবের সময় যাত্রীদের যাত্রা আরও নির্বিঘ্ন হবে বলে আশা করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

-বিজ্ঞপ্তি-

পাওয়ার দাতা:-১) শান্তনু চ্যাটার্জী পিতা-স্বর্গীয় সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী ওরফে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ২) শ্রী মত্যা বরুনা চ্যাটার্জী, স্বামী স্বর্গীয় সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী ওরফে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সাং- বি. আর. ৯/৮ স্মরণিকা কো-অপারেটিভ সোসাইটি, শকুন্তলা পার্ক, সরসুনা, থানা-সাউথ পোর্ট, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী মানসারাম পাল, পিতা-স্বর্গীয় শঙ্কর পাল, সাং-ওন্দা, পোস্ট ও থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা:-১) শ্রী প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ, পিতা-শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ, সাং-ওন্দা, পোস্ট ও থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। ২) শ্রী নিবাস ঘোষ, পিতা- দীনবন্ধু ঘোষ, সাং-বিদিশা, পি/২, ১৩৪ সি.এস. মুখার্জী স্ট্রিট, কোন্নগর, ফ্লাট নং -এ ২৯/১২ উত্তর পাড়া, হুগলী, পাওয়ার নং:-Book-I-1026/2023 Date -30/06/2023, পরিমান- ৪৭ শতক। তপশীল: দলিল নং:-I-2266/2023 Date-30.06.2023, I-2267/2023, Date-30.06.2023, মৌজা-সীমাবাইদ, জে.এল নং-১৮১, দাগ নং-১২৮, পরিমান-৭.৮৪, ১৪.১৬=২২.০০ শতক।

-বিজ্ঞপ্তি-

পাওয়ার দাতা:-১) শ্রী মত্যা রূপালী চৌধুরী, শ্রী কৌশিক চৌধুরী, পিতা-স্বর্গীয় প্রদ্যুৎ চৌধুরী, কাকলী ঘোষ, স্বামী-বৈদ্যনাথ ঘোষ, তমাল দত্ত, পিতা-স্বর্গীয় প্রদ্যুৎ চৌধুরী, পূর্ব ঘোষ, পিতা-পার্থসারথি ঘোষ, নীলকুঠি ডাঙ্গা, এস. সি. সেন রোড, পুরুলিয়া। পাওয়ার গ্রহীতা:-১) শ্রী হিমাংশু সিংহ, পিতা-স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ সিংহ, সাং-কুমারডাঙ্গা, পোস্ট ও থানা ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া, ২) সঞ্জয় চন্দ, পিতা শ্রী বীরেন চন্দ, সাং-কুমারডাঙ্গা, পোস্ট ও থানা ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা:-১) শ্রীমতী বিজয়া সরকার, স্বামী- শ্রী সঞ্জয় সরকার, সাং-কুমারডাঙ্গা, পোস্ট ও থানা ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। পাওয়ার নং:- Book No-I-4862/2023 Date 31/10/2023, পরিমান-২৪ শতক। তপশীল:- মৌজা-কুমারডাঙ্গা, জে.এল নং-১৪৫, দাগ নং-১০৪, ১১০, খতিয়ান নং-২৩২, ৪২৩, পরিমান-২৪ শতক, দলিল নং:-I-3171/2025 Date-12/07/2025

-বিজ্ঞপ্তি-

পাওয়ার দাতা:-১) শ্রীমতী মনিকা হাজরা (বদ্রি), সাং-শিরোমণিপুর, কোতুলপুর, থানা-কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:- শ্রী সুদর্শন হাজরা, পিতা-স্বর্গীয় কাশীনাথ হাজরা, সাং-রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া, পিন নং-৭২২১৪৭কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী বাপী রায়, পিতা -শ্রী হারাধন রায়, সাং ও পোস্ট-দামোদরবাটী, থানা ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া, পিন নং-৭২২১৪৪, পাওয়ার নং:- IV-28/2012 Date -13/03/2023 পরিমান- ১৫ শতক। তপশীল:- মৌজা-জামডোবা, জে.এল নং-২২৯, দাগ নং-৭৫, খতিয়ান নং-৯৩, পরিমান-৭ শতক, খতিয়ান নং -৩১৮, পরিমান-৮ শতক, দলিল নং:- 2513/2025 Date-09.07.2025
উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
SANDIP DAS, Advocate, District Judge's Court Bankura

সীমান্তে ভুয়ো শংসাপত্রে নাগরিকত্ব, খারিবাড়ি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তের দাবিতে সরব শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার খারিবাড়ি। এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নথি জালিয়াতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র ভুয়োভাবে জারি হচ্ছে; এমনই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। অভিযোগ, এই ভুয়ো নথির জোরেই কিছু বিদেশি ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকত্বের কাগজ পাচ্ছে। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার উপর তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, ভুয়ো শংসাপত্রের মাধ্যমে বিদেশিরা নাগরিকত্ব পাচ্ছে; এটি কেবল আইনি অপরাধ নয়, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক উদাসীনতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাপনাই এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। সীমান্তের নিরাপত্তা এখন প্রশ্নের মুখে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চেয়ে শমীক ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই বা এনআইএ -র হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। এই বিস্ফোরক তথ্য প্রথম সামনে আনেন দার্জিলিং জেলার বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তিনিই প্রশাসনের গাফিলতি এবং সীমান্ত অঞ্চলে নাগরিকত্ব জালিয়াতির আশঙ্কা প্রকাশ করে গোটা বিষয়টি আলোচনায় আনেন।

রাজনৈতিক মহলে এখন প্রশ্ন; এতদিন প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে এমন গুরুতর অনিয়ম চলল কীভাবে? কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্ত শুরু করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে সীমান্তের অন্ধকার গহ্বরের আসল চিত্র।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের আলোকসজ্জা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ অক্টোবর ২০২৫, ৩ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার

কালীপুজোর দিনে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: কালীপুজোর দিন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরকে গুলি করে খুনের চেষ্টা। সোমবার সকালে বিধান নগর আইএনটিইউসি প্রেসিডেন্ট নির্মল দত্তের ওপরে গুলি চালানোর চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। তবে সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় নির্মলবাবুর। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাক্তন বিধায়ককে উদ্ধার করেন স্থানীয়রাই। ঘটনার তদন্তে দক্ষিণ বিধাননগর থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিধাননগর ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর নির্মল দত্ত। তিনি বিধাননগর আইএনটিইউসি প্রেসিডেন্টও। এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি দত্তাবাদের ওয়ার্ড অফিসে এসেছিলেন কাজের তদারকি করতে। সেই সময়ে একজন গেঞ্জি পরিহিত যুবক এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পরপর দুটি গুলি ছুড়লেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দত্ত ওই দুষ্কৃতীকে জাপটে ধরেন। ধস্তাধস্তির মাঝে ওই দুষ্কৃতী বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে এবং মাথা ফাটিয়ে দেয়।

ঘটনায় আহত নির্মলবাবু

জানান, ‘৭টা ২০ মিনিট নাগাদ আমি বাইপাসে আসি কাজের তদারকি করতে। হঠাৎ গোলাপি রঙের জামা, মুখে মাস্ক পরা এক যুবক বন্দুক বের করে, প্রথম দুটো গুলি লাগেনি। তৃতীয়বার গুলি করার চেষ্টা করলে, তখন আমি ধরে ফেলি। আমার মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারে। পাড়ার লোকজন সেই সময় বেরিয়ে আসতেই বেঙ্গল কেমিক্যালসের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায়। ওখানে সিসিটিভি আছে। বিধাননগর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই আসে।’ পাশাপাশি তিনি এও জানান, ‘মুখে মাস্ক পরা থাকায় চিনতে পারিনি। তবে ওর চোখ-মুখ আমার চোখে ভাসছে এখনও। ৮-৯ মাস আগেও এমন হামলা হয়েছিল। যারা দুষ্কৃতী তাদের কোনও জাত নেই। আমি কাউকে সন্দেহ করছি না। আমি কাজ করি, তাই হামলা করছে। বর্তমানে দত্তাবাদের যে পরিবর্তন করা হয়েছে, আগে মদ-গাঁজার ঠেক বসত, এখন রাস্তাঘাট, আলো, জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

লেক কালীবাড়ির প্রতিমার সাজ।

কালীঘাটের আদি অলৌকিক আলো থেকে আজকের মহাতীর্থ

ইতিহাস, বিশ্বাস ও প্রথার অনন্য মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কালীঘাট কালীমন্দিরের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস, কিংবদন্তি আর লোকবিশ্বাসের জটিল বয়ন। কথিত আছে, একসময় এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। গঙ্গার তীরে নিত্যসন্ধ্যা সেরে ফিরছিলেন এক ব্রাহ্মণ, নাম আত্মারাম ব্রহ্মচারী। সেই পথেই হঠাৎ তিনি দেখতে পান এক অলৌকিক আলোর রেখা। বিস্ময়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ভেতরে আবিষ্কার করেন এক পাথরে খোদাই করা দেবীমুখের ছাপ এবং প্রস্তরীভূত এক জোড়া পায়ের আঙুল; যা পরে ‘সতীপীঠ’-এর চিহ্ন হিসেবে শ্রদ্ধেয় হয়। যদিও ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা আজও নিশ্চিত নয়, তবু কাহিনিটি স্থানীয়দের বিশ্বাসে অমলিন। সময়ের সঙ্গে এই অলৌকিক স্থানকে ঘিরে গড়ে ওঠে পূজার্চনার প্রথা। মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ নাকি আত্মারাম ব্রহ্মচারীকেই মন্দির রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বহু পরে, ১৮০৯ সালে বরিশালের সার্বর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার নতুনভাবে নির্মাণ করেন বর্তমান কালীঘাট মন্দির। সময়ের ক্ষয়ে পোড়ামাটির অনেক কাজ নষ্ট হলেও, পরবর্তীতে সেগুলি সংস্কার করা হয়।

মন্দিরের বর্তমান কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তি তার শিল্পনৈপুণ্যে অনন্য। দেবীর জিভ, দাঁত, মুকুট, এমনকী হাত ও মুণ্ডমালা পর্যন্ত সোনায় মোড়া; যা এই মূর্তিকে অন্য সব কালীমূর্তির থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়। জনশ্রুতি, মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি সিন্দুকে রক্ষিত আছে সতীর প্রস্তরীভূত অঙ্গ, যা সর্বসাধারণের সামনে কখনও প্রদর্শিত হয় না।

কালীঘাটের পুজোর নিজস্বতা এখানেই; এখানে দেবীকে শুধু সংহারিনী শক্তি হিসেবে নয়, ঘরের লদীরূপেও পুজো করা হয়। কালীপুজোর রাতে সারারাতব্যাপী যজ্ঞ বা পাঠের চল নেই; বরং সূর্যাস্তের সময়ই পুজো সম্পন্ন হয়; এটিই কালীঘাটের দীর্ঘদিনের রেওয়াজ।

প্রতিবছর কালীপুজোর সময়ে এই মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরিস্থিতি ভিন্ন। মহামারির সময় মন্দির কমিটির নিয়ম অনুযায়ী পুজোর দিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকেল ৪টে থেকে রাত ১১টা পর্যন্তই মন্দির খোলা রাখা হয়। সাধারণ দিনেও দর্শনার্থীর সংখ্যা সীমিত হলেও, কালীঘাটের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আজও অপরিবর্তিত; আলো, বিশ্বাস ও ইতিহাসের এক অনন্ত সংযোগ হিসেবে।

দীপাবলির আলোয় শুভেচ্ছার বার্তা বিজেপি নেতৃবৃন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলোর উৎসব দীপাবলিকে ঘিরে শুভেচ্ছার বার্তা জানালেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। এক্স-এ নিজেদের ভাবনা ও শুভেচ্ছা শেয়ার করেছেন রাজ্যের একাধিক নেতা। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য লিখেছেন, যখন জীবন ক্লান্ত, মন ভারাক্রান্ত ; তখন মা-ই আমাদের সাহস, শক্তি আর আশ্রয়। এই শুভ দীপাবলির দিনে মা শ্যামার করুণার আলোয় দূর হোক সব অশুভ ও অন্ধকার। প্রতিটি প্রাণে জাগুক শুভ চিন্তা, শান্তি আর আলো। জয় মা শ্যামা।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিন ভাষায় ‘শুভ দীপাবলি’ লেখা একটি মনোরম ছবি-সহ লিখেছেন, প্রদীপের আলোয় আপনার ঘর ভরে উঠুক পরম আনন্দ, সুখ এবং সমৃদ্ধিতে। আপনাকে ও আপনার পরিবারকে জানাই দীপাবলির অনেক শুভেচ্ছা।

অন্যদিকে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল ছবি-সহ পোস্ট করে জানিয়েছেন, আলোর উৎসব দীপাবলি আপনার জীবনকে আনন্দ, আশা ও ইতিবাচকতায় আলোকিত করুক। দূর হোক অন্ধকার, আর আলো, সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক সবার জীবন। আপনাদের সকলের জন্য রইল শুভ ও সমৃদ্ধ দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি, আক্রান্ত মৃৎশিল্পী: কালীপুজোতে চাঁদার জুলুমবাজির শিকার মৃৎশিল্পী। কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে বচসার জেরে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল ওই মৃৎশিল্পীর। ঘটনাস্থল মানিকতলা। হামলাকারীরা ওই এলাকারই বাসিন্দা বলেই জানা যাচ্ছে। সূত্রে খবর, রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মানিকতলায় মুরারিপুকুরে পরিতোষ চক্রবর্তী নামে ওই প্রতিমা শিল্পীর কয়েকজন যুবক চাঁদা চায়। ওই সময় বাড়ি ফিরছিলেন পরিতোষবাবু। আর এই চাঁদা নিয়েই কথা কাটাকাটিও হয়। এরপরই তাঁকে মাথায় আঘাত করে হামলাকারীরা। আঘাত এতটাই গুরুতর যে পরিতোষবাবুর মাথায় ৫টি সেলাই পড়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিতোষবাবু জানান, রাতে আমি প্রতিমার ফিনিশিংয়ের কাজ করছিলাম।

বড়মাকে পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটির বড়মাকে পিসি-ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধেতে কাঁকিনাড়ার খেদাইতলা ক্লাইম্যাক্স ক্লাবের শ্যামা পুজোর উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, বড়মার অভিশাপ যখন অভিষেক ব্যানার্জির ওপর পড়বে, তখন উনি টের পাবেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরে বড়মার পুজো দিতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, বড়মাকে পুরো দখল করে নেওয়া হয়েছে। রাস্তার মাঝে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভক্তদের তিন-চার কিমি হেঁটে বড়মার দর্শন পেতে হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের হেড কোয়াটার্সের কাছে আগে একটা কালী পুজো হত। ওখানে পুলিশরা পুজো করতেন। কিন্তু ওখানে মসজিদ হওয়ায় সেই পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শক্তি দেবীর কাছে তাঁর প্রার্থনা, অসুর শক্তি নাশে বাংলার সমস্ত মানুষকে মা যাতে শক্তি দেন। এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লবী কুন্ডু, বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং, রত্নেশ্বর দাস, পুজো কমিটির সম্পাদক বিষ্ণু দাস প্রমুখ।

শক্তির আরাধনা...

কালীতলা ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের মা কালীর প্রতিমা।

ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে ভক্তদের ভিড়।

বালিগঞ্জ সর্বজনীনের শ্যামা পুজো এবছর ৭৪ তম বর্ষে পা দিল।

করুণাময়ী মা কালীর সাজ।

তৈরি ঘূর্ণাবর্ত, সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল দক্ষিণের কয়েকটি জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজোর দিন সোমবার সকাল থেকেই ঝলমলে আকাশ। তবে এর মধ্যেই ‘ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা’ জারি করে দিল ভারতের মৌসম ভবন। আর এই সতর্কতা জারি হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। মৌসম ভবনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলেও জানানো হয়েছে মৌসম ভবনের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এই সিস্টেম উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে এবং আরো শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। সেই কারণে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ‘ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা’ জারি করা হয়েছে, যা ২১ অক্টোবর থেকে তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা।

এই ঘূর্ণাবর্তের কারণে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক বা দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত (৭-১১ সেমি) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২১, ২২ এবং ২৩ অক্টোবর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক বা দুটি জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া (৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) এবং বজ্রপাত হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ২৪ ও ২৫ অক্টোবর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক বা দুটি স্থানে ঝোড়ো হাওয়া (৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা) এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা। ২২ থেকে ২৩ অক্টোবর আন্দামান সাগরে ঝড়ো হাওয়া সহ ঘণ্টায় ৩৫-৪৫ কিলোমিটার থেকে ৫৫ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী পাঁচ দিন সমুদ্রের পরিস্থিতি উত্তাল থাকতে পারে এবং জেলেদের ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত আন্দামান সাগর এবং আন্দামান ও নিকোবর উপকূল বরাবর সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরে কালীপুজোয় ভবতারিণীর আরাধনায় ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদ, দক্ষিণেশ্বর: সোমবার কালীপুজোর ভোর থেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে উপচে পড়েছে ভক্তদের ভিড়। হাতে পুজোর ডালি, ফুল ও প্রদীপ নিয়ে সকাল থেকেই দীর্ঘ সারি পড়ে গিয়েছে ভবতারিণীর দর্শনের জন্য। সমস্ত বিধি মেনে হয়েছে বিশেষ আরতি ও নিত্যপুজো।

শক্তির আরাধনার এই দিনে সতীপীঠ থেকে সিদ্ধপীঠ; সর্বত্র দেবী বন্দনায় মেতে উঠেছে সমগ্র বাংলা। বিশ্বাস, মা কালীর পুজোয় জগতে শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাণ মতে, শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো অসুরবধের জন্যই দেবীর আবির্ভাব। তাঁর গলায় নরমুণ্ডের মালা আসলে জ্ঞানের প্রতীক বলে ধরা হয়। রণে উন্মত্ত অবস্থায় স্বামীর গায়ে পা পড়ায় যে দেবী লজ্জিত হয়ে জিভ বের করেছিলেন; সেই কালীই আজ পূজিতা।

বীরভূমের কঙ্কালীতলায় সকাল থেকে উৎসবের আবহ। কথিত আছে, সতীর কোমরের অংশ নাকি পড়েছিল এখানেই। তাই এখানকার কুমারীপুজো ঐতিহ্যবাহী শক্তির উপাসনা হিসেবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। একইভাবে তারাপীঠ মন্দিরও আজ সাজানো হয়েছে আলোর মালায়। ভোর থেকেই চলেছে দেবীর মঙ্গলারতি, পদ্ম ও জবাফুলে সজ্জিত মায়ের রূপদর্শনে ভক্তদের ঢল।

লাভপুরের ফুল্লরা মন্দিরেও শুরু হয়েছে পবিত্র আরাধনা। সেখানে দেবীকে প্রথমে গোলাপজল ও সুগন্ধি দিয়ে স্নান করিয়ে পুজো করা হয়। বিশাল শিলারূপেই দেবী ফুল্লরার প্রতিমা গঠিত। আবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে চলছে একই উৎসবমুখরতা। স্থানীয় জনশ্রুতি, সতীর বাম গোড়ালি নাকি পড়েছিল এই স্থানে। এখানকার বিশেষত্ব; দেবীর ভোগে দেওয়া হয় শোলমাছ।

নৈহাটিতে বড়মার আশীর্বাদ নিতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সমাজসেবী ভবেশ চক্রবর্তীর বড়কালী থেকে আজকের বড়মা। আর এই বড়মার হাত ধরেই বদলে গিয়েছে নৈহাটির কালীপুজো। তবে ‘ধর্ম হোক যার যার, বড়মা সবার।’ শতাব্দী প্রাচীন বড়মার এই মূলমন্ত্র আজ দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে পাড়ি দিয়েছে। এবার ১০২ বছরে পা দিল নৈহাটির অরবিন্দ রোডের ঐতিহ্যবাহী বড়মার পুজো। কালীপুজোর দিন অর্থাৎ সোমবার ভোর থেকেই নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মার কাছে ভক্তদের ঢল নামে। বড়মার আশীর্বাদ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা ভিড় জমান বড়মার কাছে। মনস্কামনা পূরণের জন্য এদিন ভোর রাত থেকেই বড়মার কাছে দন্ডি কেটে প্রার্থনা করেন শয়ে শয়ে ভক্তরা। এদিন মধ্য রাতে হয় ঠিক বড়মার মূল পুজো। ভক্তদের বিশ্বাস, বড়মা কাউকেই খালি হাতে ফেরান না। বড়মার কাছে কিছু চাইলেই, তা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, পুজোর কয়েকটা দিন বড়মাকে ঘিরেই উৎসবে মেতে ওঠেন নৈহাটিবাসী। নৈহাটি বড়কালী পূজা সমিতি ট্রাস্টের সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য জানান, আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বড়মার মন্দির সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। কালী পুজো উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই ডালি হাতে দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দিরে ভক্তদের লম্বা লাইন ছিল। মন্দির চত্বরে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল।

এর সঙ্গে, শ্যামা মায়ের অন্যতম পীঠস্থান শহরতলির শ্যামনগর। ঘোষ পাড়া রোডের ওপর বহু প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, গঙ্গার তীরে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতি বিজড়িত ব্রহ্মময়ী মূলাজোড় কালী মন্দির ছাড়াও ২৩ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন ঘোষপাড়া রোডে রয়েছে চৌরঙ্গী কালী মন্দির।

অভিশপ্ত কয়লা খনির আবহে কালী আরাধনা পূর্ব পুঁটিয়ারিতে

শুভাশিস বিশ্বাস

আধিভৌতিক ঘটনার সঙ্গে বাস্তবের এক আশ্চর্য মিশেলে থিম হয়েছে কুঁদঘাট পূর্ব পুঁটিয়ারি যুব সম্মিলনী ক্লাবের। এবছর ৫৩ তম বর্ষে পা দিয়েছে তারা। এবারের থিম ‘অভিশপ্ত কয়লা খনি’। সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তারা এও জানিয়েছেন, এমন এক কাল্পনিক খনির অবয়ব বাস্তবে তুলে ধরা হয়েছে শুধুমাত্র দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই। কারণ, কালী পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু ধরনের প্রবাদ, অলৌকিক ঘটনা। ভূত-প্রেতদের আনাগোনা না থাকলে যেন কোনও ভাবেই কালীপুজোর আবহও ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

কয়লা খনিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জীবন সম্পর্কে আমাদের শহরবাসীর অভিজ্ঞতা নেই বললেই হয়। কারণ, এই কলকাতার খুব আশেপাশে কোনও কয়লার খনি নেই। আর এঁদের জীবনের প্রতিটি পদে যে জড়িয়ে আছে মৃত্যুর হাতছানি তাও জানা সম্ভব নয় আমজনতার। মাঝে মাঝে এই কয়লা খনির সম্পরিকে জানতে পারি বড় কোনও ধরনের ঘটনা ঘটলে। কারণ, তখন সেই সব ঘটনা উঠে আসে সংবাদ শিরোনামে। সেও খুব বেশি হলে দিন দুয়েকের জন্যই। পরক্ষণে অপর এক সংবাদের চাপে হারিয়ে যায় এই কয়লা খনির কথা।

পুজো উদ্যোক্তারা জানান, তাঁদের ৫৩ বছরের পুজোয় বহু বছর পুরনো এক কয়লা খনির আদলে তৈরি করেছেন মণ্ডপ। যেখানে সব মিলিয়ে কাজ করতেন কয়লা খনি লাগোয়া গ্রামের জনা ৫০০ মানুষ। যেটুকু মজুরি পেতেন তাতেই চলে যেত তাঁদের। এরই মাঝে একদিন তাঁদের জীবনে নেমে আসে অভিশাপ। খনিতে যখন প্রায় ১০০ শ্রমিক ঠিক তখন হঠাৎ করেই নামে ধস। কিছু শ্রমিক নিজেদের জীবন বাঁচাতে পারলেও সিংহভাগই চাপা পড়ে যান সেই ধসে। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর কয়েকজনের দেহ পাওয়া গেলেও বাকিদের কিন্তু কোনও ভাবেই হদিস পাওয়া যায়নি। এই ধস নামার জেরে মুখ থুবড়ে পড়ে কয়লা উত্তোলনের কাজ। এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে কয়লা খনিতে। ফলে এটুকু কয়লা

খনির শ্রমিকদের কাছে ভীষণ বাস্তব।

তবে এরপরের যে ঘটনা এই থিমে যোগ হয়েছে তা কাল্পনিক বলাই শ্রেয়। যেখানে দেখানো হয়েছে বহুদিন পড়ে থাকার পর ওই খনিতে ফের কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। আর সেখানেই বাধে বিপত্তি। নতুন করে আবার সেই খনিটি শুরু হলেও সেখানে যারা কাজ করতেন তারা সম্মুখীন হন বিভিন্ন ভৌতিক ঘটনার। যাঁরা ওই ধসে প্রাণ হারিয়েছেন সেখানে তাঁদের নাকি অবয়ব দেখা গেছে। আবার অনেকে শুনেছেন বিভিন্ন মানুষের গলার আওয়াজ। সঙ্গে চিৎকার, আর্তনাদ । পরবর্তীকালে এই বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকরা খনির ভেতরের প্রবেশ করেন। কিন্তু তারা খনির ভেতর থেকে ফিরে আসেননি, তাদের খোঁজও পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের মুখে শোনা যায় রাতের দিকে সেই খনি থেকে শোনা যায় বিকট শব্দ এবং আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর, ধীরে ধীরে কমতে থাকে এই খনিতে শ্রমিকের সংখ্যা। ফলে ‘পুনর্মূষিকো ভব’। এই খনি পড়ে থাকে পরিত্যক্ত অবস্থাতেই। পরিচিত হয় অভিশপ্ত কয়লার খনি নামে । এমন এক গা ছমছমে আবহ অনুভব করা যাবে মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করলেই। যেখানে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবেন বেশ কিছু অতৃপ্ত আত্মা নিজেদের মুক্তির জন্য মায়ের আরাধনা করছে। পুরনো কয়লার খনির ধ্বংসস্তূপ এর একটা চিত্র তুলে ধরা হবে দর্শকদের সামনে। এই থিমের সৃজনে রয়েছেন বাবাই সাঁপুই, সুবল সমাদ্দার, এবং ভোলা পাল। পুজো কমিটির সহ সম্পাদক শুভঙ্কর বিশ্বাস জানান, ‘আমারা প্রতি বছরই মানুষের কাছে নতুন কিছু তুলে ধরতে চাই। এবারও একই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই। সঙ্গে বাড়তি পাওনা, কয়লা খনির এক বাস্তব ছবি।’

সম্পাদকীয়

চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াতে উদ্যোগী কেন্দ্র, গুণমানেও যেন নজর থাকে

দেশের প্রান্তিক মানুষগুলোর ঘরে ঘরে উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সেই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে প্রায় দশ হাজার আসন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। কিছুদিন আগেই এমবিবিএস-এর আসন বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। পরে তা আরও বাড়ানো হয়। সবমিলিয়ে চলতি বছরে সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলিতে এখনও অবধি মোট ১১,৪০০ আসন বাড়ানো হয়েছে। গত শিক্ষাবর্ষে মেডিক্যালে ১,১৭,৭৫০টি আসন ছিল। এবার তা বেড়ে হল মোট ১,২৮,৯২৫টি। এর সুফল পেয়েছে এ রাজ্যও। নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, দেশের অন্য রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এবং বেসরকারি কলেজগুলিতেও বেড়েছে আসন। তথ্য বলছে, কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ১০০ থেকে বেড়ে ১৫০, ডায়মন্ড হারবার সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ১০০ থেকে ১৫০, জোকার ইএসআইসিতে ১২৫ থেকে ১৫০, কৃষ্ণনগর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে ১০০ থেকে ১৫০, পুরুলিয়া, রামপুরহাট এবং রায়গঞ্জ সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ১০০ থেকে ১৫০ হয়েছে আসন সংখ্যা। এছাড়াও আরও কয়েকটি কলেজে বেড়েছে আসন। তবে এইমস কল্যাণী, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে আসনসংখ্যায় বদল হয়নি। এখন প্রশ্ন হল, এতে দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা তো বাড়বে, ভালো কথা। স্বাস্থ্যসেবা ও পরিকাঠামোয় তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এত সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করতে সরকারের বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ হবে। তা জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা। তাই এর সুফল যদি সাধারণ মানুষ না পায় তাহলে এই উদ্যোগের সার্থকতা কোথায়? তাই সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে চিকিৎসকদের গুণমানও যেন বজায় থাকে। ক্ষ্মপ্রোডিউস মোরক্ষ্ম করতে গিয়েক্ষ্ম প্রোডিউস রাবিশক্ষ্ম যেন না হয়ে যায়। তাহলে জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা জলে যাবে।

শব্দবাণ-৪১৯

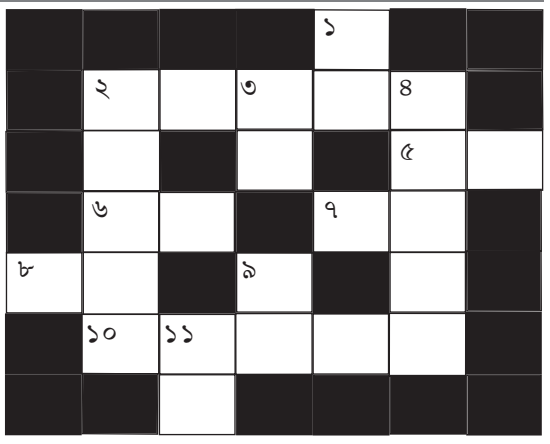

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সংঘভূত দেবগণ ৫. তামাশা, পরিহাস ৬. পণ্ড ৭. শুভ্র হওয়া ৮. কাকা ১০. রীতি বা প্রথার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জীবনসম্বন্ধীয় ২. আকাশে বিচরণ করে এমন ৩. ঋণ ৪. নক্ষত্রে পরিণত ৯. চাকর, ভৃত্য ১১. সময়, মাহাত্মপূর্ণ শুভ সময়।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৮

পাশাপাশি: ১. কালিকা ৩. উপোস ৫. মালিশ ৬. ধিক্কার ৭. বন্দনা ৯. আকর ১১. জম্পেশ ১২. চম্পট।

উপর-নীচ: ১. কালিমা ২. কাশীশ ৩. উপাধি ৪. সদর ৭. বরজ ৮. নালিশ ৯. আইচ ১০. রকেট।

জন্মদিন

আজকের দিন

সুরজিৎ সিং বারনালা

১৯২৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুরজিৎ সিং বারনালার জন্মদিন।
১৯৩১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাম্মি কাপুরের জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুলভূষণ খারবান্দার জন্মদিন।

২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নিবেদন

সুভাষ ‘ঘরে’ ফিরেছিলেন, তবু ইতিহাসপুরুষের অন্তিম পরিণতি রহস্যাবৃত রাখার অপচেষ্টা

শান্তনু রায়

২৩শে জানুয়ারী কিংবা ২১শে অক্টোবর এলেই আপামর দেশবাসী যেমন একদিকে উজ্জীবিত ও প্রাণিত হয় তাঁদের প্রিয় নেতার দূরদর্শিতা নির্ভীকতা স্বচ্ছ রাষ্ট্রচিন্তন এবং দেশের প্রতি ভালবাসার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্মরণ করে তেমনই তাঁদের মন এক বিষন্নতায় ছুঁয়ে যায় এই ভেবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পূর্বএশিয়ার সমরাঙ্গন থেকে যে যোদ্ধা সন্ন্যাসী দেশবাসীর প্রতি বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছিলেন -we call upon the Indian People to rally round our banner and to strike for India's freedom” সেই ইতিহাস পুরুষের শেষ পরিণতি স্বাধীনতার পর প্রায় আট দশক ধরে রহস্যাবৃত করে রাখা ইচ্ছাকৃতভাবে , কখনও সরকারি অপচেষ্টায় ও কখনও ঔদাসীন্যের শীতলতায় ।

প্রশ্ন জাগে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কল্পকাহিনী মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টে খারিজ হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে স্বয়ং মনোজ কুমার মুখার্জীর উক্তি ‘আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত গুমনামীবাবাই নেতাজি’ এবং ফৈজাবাদের গুমনামি বাবাই যে নেতাজি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ তো সেকথাই বলে , তবে সরকারি স্বীকৃতে অনীহা ও এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কেন? স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের চাপ এতই প্রবল!

অনেকেই সঙ্গত কারণেই মনে করছেন বছর দুই আগে গুমনামি বাবার ডিএন এ পরীক্ষার রিপোর্ট সংক্রান্ত এক আর টি আই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরী প্রদত্ত উক্ত উত্তর কেবল সরকারের এ ব্যাপারে সদিচ্ছাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় না এর নিগূঢ়ার্থ প্রমাণ করে এক দ্বিচারিতা ও অনৈতিকতাও। কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীর পক্ষ থেকে দরখাস্তকারীকে জানানো হয়-জনৈক গুমনামি বাবার দাঁতের ডি এন এ টেস্টের ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট ল্যাবরেটরিতেই আছে,কিন্তু আর টি আই অ্যাক্ট ২০০৫ এর ৮(১)(এ) ও (ই)ছাড়াও ১১(১) ধারায় নির্দিষ্ট এই রিপোর্টের কপি হস্তান্তর করা যাবে না। হয়।মুখার্জি কমিশনের কাছে সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট বা তার কোন অনুলিপি ডি এন এ রিপোর্টের সঙ্গে সন্নিবেশিত না হওয়ায় তা কমিশনের নজরে আসার বা এর বা তার ভিত্তিতে দ্বিতীয় কোন অভিমত গ্রহণও সম্ভব ছিল না।এখন সি এফ এস এল এর ঐ জনমানসে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী উত্তরের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগতেই পারে জনৈক গুমনামী বাবার দাঁতের ডিএন এ টেস্ট্রে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে কেন দেশের সার্বভৌমত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়বে এবং হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারে যা অতীব বিস্ময়কর।কারণ এতদিন ধরে তো নেতাজির বিশেষ ঘনিষ্ট ও তাঁর বিশিষ্ট অনুগামীদেরও দাবি এককথায় উড়িয়ে দিয়ে সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কোন মহল থেকে বলা হত যে গুমনামি বা্বা বা ভগবানজী একজন সাধারন সাধু মাত্র,আদৌ নেতাজি নন; কেউ বা আরো একটু এগিয়ে বলতেন-প্ল্যান্টেড-ভণ্ড প্রতারক। তাহলে কিসের ভিত্তিতে এখন বোধ হচ্ছে যে এই সাধারন সাধুর ডি এন এ টেস্ট্রে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়বে কিংবা দেশের সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হতে পারে?

উল্লেখ্য ঐ গবেষক সায়ক সেনের দাবি যে অতীতে এ বিষয়টি নিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ে সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি নাকি ঐ ডি এন এ রিপোর্টের যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আরেক নেতাজি গবেষক ও সাংবাদিক অনুজ ধরের মতেও শুধু ডি এন এ পরীক্ষার রিপোর্ট নয়,হাতের লেখা পরীক্ষার রিপোর্টেও তথ্যবিকৃতি বা কারচুপি ঘটানোর সন্দেহ ছিল বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের।

অন্যদিকে ১৯৪৬ এর এক ফরাসী গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৫ এর নভেম্বরে হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত ছয় দেশের আন্তর্দেশীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি। রামভবন থেকে উদ্ধারকৃত গুমনামীবাবার সামগ্রীর মধ্যে তাঁর নিজের হাতে লেখা এ সংক্রান্ত নথি ও নকশা উদ্ধার হয় যা নাকি বিষ্ণুসহায় কমিশনেও দাখিল হয়েছিল ।

প্রসঙ্গত ২০১৯এর সেরা বাংলা ছবি হিসেবে ৬৭তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া গুমনামি ছবিটি সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনলাভের পরও মুক্তির কয়েকমাস আগে থেকেই অকারণ বিতর্ক সৃষ্টি করে ছবিটির মুক্তি রুখতে যথাসাধ্য চেষ্ঠা করেছিলেন বসুবাড়ির দু-একজন সদস্য সহ একটা মহল । দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমনকী তাঁদের মধ্যে যাঁরা একসময় ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে ‘বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর’ তত্ত্বের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ সম্প্রতি রহস্যজনকভাবে মতবদল করে বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্বের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন-হয়ত রাজনৈতিক সুবিধালাভের লক্ষ্যে।যদিও সুভাষচন্দ্র কোন পরিবারের সম্পত্তি ছিলেন না। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মুখার্জি কমিশনের সিদ্ধান্ত ও পর্যবেক্ষন এ অখুশি এক শক্তিশালী গোষ্ঠী যারা এ যাবৎ বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়নি হাজার অপচেষ্টা সত্ত্বেও তাদেরই সংঘবদ্ধ কৌশলী প্রয়াস সর্বদা চলছে।

প্রসঙ্গত সুভাষচন্দ্রের দার্শনিক মননশীলতা ও মনীষার গভীরতা অনুধাবনের অনীহায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর মত ও পথ এবং তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অতুলনীয় ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার বা অবমূল্যায়নের পল্লবগ্রাহী বঙ্গীয় হালফিলের বৌদ্ধিক প্রবণতা যেমন দুর্ভাগ্যের ও বেদনার তেমনই দুঃখের ও হতাশার যে সেই ইতিহাস পুরুষের অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে সত্য গোপন করার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা (অপ)কৌশলে আজও ক্ষান্তি নেই - কেন্দ্রে শাসকের পরিবর্তন হলেও এ ব্যাপারে মনোভাব বিশেষ পরিবর্তন হয়নি; সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

হয়ত স্বাধীনোত্তর দেশে একটি পরিবারের হাতে ক্ষমতার রাশ চলে যাওয়ায় প্রথম থেকেই সরকারি প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে সেই পরিবারের মাহাত্ম্য-কীর্তনে ক্রমে সুভাষচন্দ্রকে প্রান্তিকতায় নির্বাসিত করার ব্যর্থ অপচেষ্টার পাশাপাশি তাঁর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করার ।যিনি তারা জেনকিনস এর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে ‘It is true –I did let subhash down, তাঁর উত্তরসুরীদের আমলে বা উদ্যোগে সেই অপপ্রচার জোরদার হবে সেই স্বাভাবিক । সুযোগ আসে এই অপকর্মে বসু বাড়ির একাংশের ভুমিকায় এবং হাতিয়ার হিসেবে জরুরি অবস্থা জারির কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত অনুগত খোসলা কমিশনের রিপোর্টটি। বাড়তি সুবিধা ১৯৮৫ র পর থেকে ।

আজাদ হিন্দ সরকারের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সমারোহে উদযাপনে ও এ উপলক্ষে কিছু সদর্থক ঘোষণায় আনন্দিত দেশবাসী ,যাদের হৃদয়ে চিরযোদ্ধা-সন্ন্যাসীর স্থান চিরস্থায়ী, মধ্যে এক আশা জেগেছিল এবার সরকার হয়তো এই ইতিহাস পুরুষের রহস্যজনক অন্তর্ধান ও শেষ পরিনতি সম্পর্কে সত্য দেশেরমানুষকে জানাতেও সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।কিন্তু দূর্ভাগ্য ও হতাশার এই যে ব্যাপারটা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে; হতাশ দেশবাসীর ক্রমশ অনুভুত হচ্ছে পূর্বতন সরকারের কণ্ঠস্বর ও আচরণই যেন ধ্বনিত ও প্রতিফলিত বর্তমান সরকারের উবাচ ও দেহভাষায়। ইদানীংএ মনে করার কারণ ঘটছে যে নেতাজির প্রতি মনোভাবে ও আচরণে দিল্লীর তখতে বসা সর্বভারতীয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিশেষ কোন পার্থক্য হয়ত নেই, প্রয়োজনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁর নাম ব্যবহার ব্যতীত। যদিও ইণ্ডিয়া গেটের সামনে নেতাজির মূর্তির আবরণ উন্মোচন ও আলোকয়ানের ব্যবস্থা মাধ্যমে স্বীকৃতিদানে পুনরায় একবার হয়ত ক্ষীণ আশা জেগেছিল এই সন্ন্যাসী দেশনায়কের শেষ পরিণতি সম্বন্ধীয় এ যাবৎ ইচ্ছাকৃতও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাখা রহস্য উন্মোচনের সম্ভাবনায়।

উল্লেখ্য শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টের পর্যবেক্ষন খণ্ডনকরে ইতিমধ্যেই অধুনা প্রয়াত সাংবাদিক বরুন সেনগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে ইদানীং লেখক সাংবাদিক অনুজ ধর ও অন্যান্য নেতাজি গবেষকরাও তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে বিমানদূর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু এক সাজান ঘটনামাত্র। গুমনামিবাবাই যে নেতাজি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন অনেক গ্রন্থকার পরবর্তীতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে।তবু দিল্লির সরকার এ ব্যাপারে নির্বিকার ।

প্রসঙ্গত মুখার্জী তদন্ত কমিশনের ২০০৫ এ দাখিলি রিপোর্ট অনুসারে তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি এবং জাপানে রেঙ্কোজী মন্দিরে রাখা চিতাভস্মও নেতাজির নয়।উল্লেখ্য কমিশনের সামনে বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প প্রমান করতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত সাতজনের অন্যতম মাননীয় প্রণবমুখোপাধ্যায় ১৯৯৫সালের অক্টোবরে গান্ধী পরিবারের মুখ রক্ষার্থে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী অনীতা পাফের আণ্ডসবারগের বাড়ীতে গিয়ে এমিলিয়ে শেঙ্কল এবং অনিতাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে আসায় তাঁদের সম্মতি আদায় করতে এবং এমিলিয়ের সম্মতিপত্র হিসেবে তাঁকে দিয়ে একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে কিন্তু সফল হননি। এমিলিয়ে এ কাজে অস্বীকৃত হন এবং সাক্ষাতে প্রনববাবুকে জানিয়েও দেন যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না এবং রেঙ্কোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্মের সঙ্গে নেতাজির কোন সম্পর্ক নেই।

প্রসঙ্গত দূর্ভাগ্যের, মুখার্জি কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই ২০০৪ এ কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসায় কমিশনকে স্বাভাবিক ভাবেই নতুন সরকারের সর্বাত্মক অসহযোগিতা,হয়ত চাপেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইতিহাসের আরও সমাপতন এই যে ঐ রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কোন সদর্থক পদক্ষেপ না নিয়ে, সেই প্রনব মুখোপাধ্যায় সহ মন্ত্রিগোষ্ঠীর পরামর্শেই রিপোর্টটি বামদলগুলি সমর্থিত প্রথম ইউপিএ সরকার উপযুক্ত কারন না দেখিয়ে এবং অধ্যক্ষের সহযোগিতায় এমন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সংসদে পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে খারিজ করে দেন। উল্লেখ্য মুখার্জি কমিশনের অন্যতম বিচার্য বিষয় ছিল ১৯৮৫ সালে ফৈজাবাদের রামভবনে গুমনামি বাবা ছদ্মনামে বাস করতে থাকা মৃত সাধু যাঁর মৃত্যু পর রামভবনের ডেরা থেকে পুলিশের উদ্ধার করা কয়েকট্রাঙ্ক ভর্তি বিশেষ কিছু বইপত্র ও অন্যান্য জিনিষ মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ সামগ্রীর মধ্যে ছিল বসুপরিবারের পুরোনো ফটো এবং নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতাবসুর শনাক্ত মতে অনেকগুলি নেতাজির ব্যক্তিগত সামগ্রী।

উল্লেখ্য প্রাপ্ত সামগ্রীর বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই বহুবার বিশ্লেষণে প্রমানিত গুমনামি বাবা সাধারন সাধু তো ছিলেনই না বরং পারিপার্শ্বিক এই সাক্ষ্যপ্রমানে প্রতিপন্ন যে তিনিই নেতাজি-কেবলমাত্র এক বাঙালি সাধু নন।

নেতাজি ও গুমনামি বাবার হাতের লেখা পরীক্ষা করে নয়াদিল্লীর জাতীয় পরীক্ষাগারের বিশেষজ্ঞ শ্রী বি লাল দুটি লেখা এক ব্যক্তিরই বলে অভিমত দিলেও সিমলার পরীক্ষাগারের দু'জন হস্তলিপি বিশারদ এবং কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরির একজন বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত দেওয়ায় এবং গুমনামি বাবা দাঁত অনুমানে মুখার্জি কমিশন কর্তৃক কোলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে পাঠানো রামভবনে পাওয়া কয়েকটি দাঁতের ডি এন এ পরীক্ষার নেতিবাচক রিপোর্টের প্রেক্ষিতে গুমনামি বাবাই নেতাজি কিনা প্রশ্নে কমিশন চুড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমানাদির(ক্লিনচিং এভিডেন্স) ‘অভাবে’র উল্লেখ করে কোন সিদ্ধান্তে আসেননি।তবে মৃত গুমনামিবাবাই নেতাজি ছিলেন-এ তত্ত্বে সিলমোহরে দ্বিধাগ্রস্ত কমিশন অবশ্য এমন সম্ভাবনা খারিজও করে দেন নি।

অন্যদিকে কমিশনের রিপোর্ট ইউ পি এ সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অন্যায়ভাবে খারিজ করে দিলেও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য বিষয়ে গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষন থেমে থাকেনি।পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট মার্কিন হস্তলিপি বিশারদ কার্ল বাগেট নেতাজির হাতের লেখার সঙ্গে গুমনামি বাবার হাতেরলেখা(১৯৬২ থেকে ১৯৮৫ এর মধ্যে পবিত্রমোহন রায়কে ১৩০টি চিঠি এবং (অন্যান্যদেরও লেখা কিছু চিঠি) পরীক্ষা করে, দু'টি হাতের লেখা যে একই ব্যক্তির -এমনই অভিমত দিয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও নেতাজি সংক্রান্ত অবশিষ্ট ৪১টি ফাইল প্রকাশ না করার অজুহাত হিসেবেও বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির আশংকার কথা বলা হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে কি সেই সত্য যা প্রকাশ করা যাবেনা স্বাধীনতার সাত দশকের অধিক কাল পরেও? নেতাজি সংক্রান্ত বাকি গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনলে কিছু বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের অবনতি ও আন্তর্জাতিক সমস্যা উদ্ভব হতে পারে আবার জনৈক গুমনামি বাবার(যাঁকে নেতাজি অনুগামী ও অনুরাগীরা নেতাজি বলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন) দাঁতের ডিএন এ টেস্ট্রে ইলেক্ট্রোফেরোগ্রাম রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেও দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়বে এবং হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারে-এমন সরকারি ভাষ্য কিসের ইঙ্গিত দেয়-কোন সিদ্ধান্তে দিকে চালিত করে?। অন্যদিকে বিষ্ণু সহায় কমিশনে অধিকাংশ সাক্ষীর জবানবন্দীতে গুমনামিবাবাই যে নেতাজি প্রকাশ পেলেও দাখিলি অদ্ভুত রিপোর্টে এ অনুমেয় যে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী চক্র বিভিন্ন উপায়ে সত্য উদ্ঘাটনে ক্রমাগত বাধা ও অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে প্রায় সাত দশক ধরে।

তবু কেউ কেউ যুক্তির অবতারনা করছেন বিশ্বে আলোড়ন আবার সৃষ্টিকারী এমন এক বিপ্লবী কি করে দেশের এইসমস্যার মাঝে একজন সাধু হয়ে আত্মগোপন করে থাকবেন?

প্রতিযুক্তিতে বলা যায় যে আরো একজন অগ্নিপুরুষ বিপ্লবীও যে সময়ের দাবিতে নিজের অনুভূতির তাড়নায় সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ জীবনযাপন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত এদেশও আছে।অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রও একসময় সন্ন্যাসী হওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন। যুদ্ধের সেই উত্তাল সময়েও তিনি ব্যংককে থাকাকালীন প্রতিদিন গভীর রাতে রামকৃষ্ণমিশন এ যেতেন,জপতপের জন্য ছিল রুদ্রাক্ষের মালা।একথা সত্য তাঁর মতো বিপ্লবী দেশপ্রেমিক নিজের মুক্তির জন্য সন্ন্যাস নিয়ে শুধু পুজো-আর্চায় মগ্ন থাকবেন বা ভয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাকবেন এ কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য। কিন্তু এও সত্য যে ভগনবানজী ওরফে গুমনামীবাবা যে নিছক এক পুজারী সন্ন্যাসী হয়ে নিচেষ্ট ছিলেন না তা অনুমান করাযায় রামভবন থেকে উদ্ধারীকৃত সামগ্রীর তালিকায় দৃষ্টিপাত করলেই। সমসাময়িক অনেক ঘটনার নেপথ্যে তাঁর ভূমিকা ছিল বলে অনুমান কোন কোন মহলের।

তবে প্রথম থেকেই নেতাজিকে বিমান দূর্ঘটনায় মৃত বলে দাবি করে আসা স্বাধীনোত্তর দেশের কর্ণধাররা,এমনকী আপন স্বার্থে সত্য গোপনের লক্ষ্যে দেশের শীর্ষ আদালতের কৃতী বিচারপতির সিদ্ধান্তও পত্রপাঠ ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা হয়নি যাদের সেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল ভবিষ্যতেও আপ্রাণ সচেষ্ট সক্রিয় থাকবে এই অপকর্মে। তবুও গোপন করে রাখা আরও বিভিন্ন তথ্য উদ্ধারের ফলে সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।তবে যেদিন ভয়ঙ্কর মিথ্যার পরদাফাঁস হয়ে প্রকাশ্যে আসবে তিনি বেঁচে ছিলেন তথাকথিত বিমান দূর্ঘটনার পরে বহু বছর অবধি হয়ত বহু কষ্টেও-‘ঘরে’ও ফিরেছিলেন সেদিন কিন্তু দেশে তো বটেই আন্তর্জাতিক পরিসরেও নিঃসন্দেহে এক বিশাল আলোড়ন উঠবে,সে বিস্ফোরনের অভিঘাত যে সুদূরপ্রসারী হবে তা বলাই বাহুল্য-তবে এতদিন ধরে চলা এক বিশাল এক অন্যায়েরও হয়ত অবসান সুচিত হবে।

এই পরিস্থিতিতে ও দ্রুত প্রবহমান সময়ে নাগরিক সমাজ এবং মতাদর্শ নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গতকারনেই উচিত সরকারের কাছে দেশের বরেণ্য এই সন্তান-অনন্য ইতিহাস পুরুষের,দেশবাসীর প্রিয়তম নেতার অন্তিম পরিনতির রহস্য উদ্ঘাটনে সঠিক সদর্থক পদক্ষেপ অবিলম্বে নেওয়ার জন্য দাবি করা ।

কমিশনের রিপোর্ট ইউ পি এ সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অন্যায়ভাবে খারিজ করে দিলেও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য বিষয়ে গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষন থেমে থাকেনি পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট মার্কিন হস্তলিপি বিশারদ কার্ল বাগেট নেতাজির হাতের লেখার সঙ্গে গুমনামি বাবার হাতের লেখা(১৯৬২ থেকে ১৯৮৫ এর মধ্যে পবিত্রমোহন রায়কে ১৩০টি চিঠি এবং অন্যান্যদেরও লেখা কিছু চিঠি) পরীক্ষা করে, দু'টি হাতের লেখা যে একই ব্যক্তির -এমনই অভিমত দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও নেতাজি সংক্রান্ত অবশিষ্ট ৪১টি ফাইল প্রকাশ না করার অজুহাত হিসেবেও বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির আশংকার কথা বলা হয়।

আনন্দকথা

শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সহিত নৌকাবিহার — সর্বভূহিতে রতাঃ

ভাটা পড়িয়াছে। আগ্নেয়পোত কলিকাতাভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। তাই পোল পার হইয়া কোম্পানির বাগানের দিকে আরও খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে কাপ্তেনকে হুকুম হইয়াছে। কতদূর জাহাজ গিয়াছিল, অনেকটাই জ্ঞান নাই — তাঁহারা মগ্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিতেছেন। কোন দিক দিয়া সময় যাইতেছে, হুঁশ নাই।

এইবার মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কোঁচড়ে লইলেন ও খাইতেছেন। আনন্দের হাট। কেশব মুড়ির আয়োজন করে এনেছেন। এই অবসরে ঠাকুর দেখিলেন বিজয় ও কেশব দুইজনেই সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া আছেন। তখন ঠাকুর যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়া দিবেন। ‘সর্বভূতহিতে রতাঃ’। শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি) — ওগো। এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। (হাস্য)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নবপল্লি আমরা সবাই ক্লাবের মণ্ডপ।

পাইওনিয়ার পার্ক অ্যাথলেটিক ক্লাব।

শ্যামপুরের বারগ্রাম মিলন সংঘের প্রতিমা।

বাঁশতলায় ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর কাহিনি থিম ঝাড়গ্রামে

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

বন্যপ্রাণকে রক্ষা করার বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলছে ঝাড়গ্রাম জেলার পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের সর্বজনীন শ্যামা পুজো। গত ১৮ জুলাই ঝাড়গ্রামের বাঁশতলায় ঘটেছিল ভয়াভয় একটি মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনা। হাতির দল টাটা-খড়গপুর লাইন ক্রস করার সময় ডাউন হাওড়া-বারবিল জন শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে শাবক-সহ ৩ টি হাতির মৃত্যু ঘটনা ঘটে। এই মর্মান্তিক ঘটনা গভীরভাবে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল বাঁশতলা এলাকায়। এই হাড়হিম করা ঘটনাকে কেন্দ্র করে থিম করা হয়েছে ঝাড়গ্রামের কুন্ডলডিহির পুকুরিয়া ইউনাইটেড ক্লাবের শ্যামা পুজোয়। পুজোর কর্মকর্তারা বলেন, মানুষের কাছে এই বার্তায় দেওয়া হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে। ক্লাবের সম্পাদক মনোহর মাহাত বলেন, 'হাতি এবং মানুষ উভয়ে যেন সুরক্ষিত থাকে, সেই বার্তা মনুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ।' ক্লাবের আরেক সদস্য সন্দীপ মাহাতো জানান, 'প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে মূলত হাতিগুলো গিধনী রেঞ্জ হয়ে ডুলুঙ নদী পেরিয়ে জামবনি রেঞ্জ ক্রস করছে তারপর ঝাড়গ্রাম রেঞ্জ হয়ে পুকুরিয়া বিটে প্রবেশ করছে। ফলে দিনের পর দিন আতঙ্কে কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বছরের বেশির ভাগ সময় পুকুরিয়াতে দল হাতি বা কখনও দল ছুট হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ২-১টি হাতি খাবারের খোঁজে বিভিন্ন গ্রামে তাণ্ডব লেগেই থাকে ফলে বাড়তে থাকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এলাকায়, কখনও অসাবধানবসত হাতির হানায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে, এই পুকুরিয়াতে সম্প্রতি হাতির হানায় একজন কর্তব্যরত বনকর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। তাই এই মণ্ডপ থেকেই জনসাধারণ মানুষের কাছে নানা সমাজ সেবামূলক বার্তা দেওয়া হবে, হাতির গতিপথে যেনও কেউ বাধা না দেয় এবং জঙ্গলে ভেতরে গিয়ে হাতির ভিডিও তুলে রিলস করে কেউ হাতিকে উত্যক্ত না করেন। এতে একদিকে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে এবং অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে জঙ্গলে কেউ আগুন না-লাগায় ও গাছের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে কেউ যেন গাছে পেরেক না পোঁতে, সেই বার্তাও দেওয়া হবে এই মণ্ডপ থেকে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে ৮-১০টি গ্রামের মানুষজন, আত্মীয়স্বজন, ছোটো থেকে বড় সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠে পুজোর কয়েকটাদিন। আর যিনি এই থিমটি সুন্দরভাবে তৈরি করছেন, তিনি ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের মুনিয়াদা গ্রামের ছেলে হরিশঙ্কর মাহাতো। তিনি বলেন, এই মণ্ডপ তৈরি করতে রাখা হচ্ছে জন শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনের আদলে তৈরি করা আর্টিফিশিয়াল ইঞ্জিন ও থাকছে শাবক-সহ ৫টি হাতি, তারমধ্যে ২টি হাতি কাটা অবস্থায় থাকবে ও আর্টিফিশিয়াল শাল গাছ। প্রতি বছর সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে পরিবেশ সুলভ জিনিস দিয়ে তৈরি হয় এই পুজোর মণ্ডপটি। এবারের বাজেট প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁদের এই মণ্ডপ দেখতে বেশ ভালোই ভিড় হবে।

পুরুলিয়ার মৌতড়ের কালীপুজোর সঙ্গে থানার কালীপুজোতেও হল ছাগ বলি

রেকর্ড ছাপিয়ে ভিড় মৌতড়ের কালীপুজোতে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: হাজার হাজার ছাগ-সহ একাধিক মোষ বলি হল পুরুলিয়া তথা জেলার সব থেকে বড় জনপ্রিয় জাগ্রত মৌতড়ের মা বড় কালী পুজোয়। প্রাচীন এই পুজোয় মনস্কামনা পূরণের আশায় হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওডিশা-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা।

এবারের এই পুজোয় পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। তবে মায়ের পুজোর কোনও খামতি ছিল না। অন্যান্য বারের থেকে এবার মৌতড়ের মা বড় কালীর পুজোয় মানুষের জমায়েত হয়েছিল অনেকটাই বেশি। এবার প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল। যা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আসানসোল, কলকাতা, দুর্গাপুর, বর্ধমান থেকে প্রচুর দর্শনার্থী এসেছিলেন। বর্ধমানের মেমারি থেকে আগত দর্শনার্থী রোহিত চ্যাটার্জি, বিবেক চ্যাটার্জি-সহ অনেকেই জানায় তাঁরা এত বড় পুজো এই প্রথমবার দেখলো। এছাড়া তাঁরা হতবাক হয়েছেন এত সংখ্যায় পশু বলি দেওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখে। মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাপক সংখ্যায় ভিড় সামলাতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে স্থানীয় ক্লাব ও প্রশাসনের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য কর্মীরাও। পুজোর সময় ভিড় সামলাতে তেমন সমস্যা না দেখা দিলেও, পুজোর রাত বারোটা থেকে পরের দিন পর্যন্ত চলা পশু বলি দেখতে মানুষের আবেগের বাঁধ ভেঙেছিল। ভিড় সামলাতে হাঁড়িকাঠের চারদিকে দেওয়া হয়েছিল লোহার শক্ত মজবুত বেড়া। মৌতড়ের কালীপুজোর দিনই যে কেবলমাত্র পশু বলি হয় এমনটা নয়। এই কালি পুজোতে বারো মাসে একদিন বাদে বছরের সব দিনই এখানে দেবীর উদ্দেশে ছাগ উৎসর্গ করা হয়। শুধু দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন বলি হয় না এখানে।

এদিকে পুরুলিয়ায় অলিখিত নিয়ম অনুসারে সমস্ত থানাতেই করা হয় কালীপুজো। শ্যামার আরাধনার জন্য থানার পিছনে বা সামনেই প্যান্ডেল করে বা মন্দিরে পুজোয় সামিল হন ওসিরা। থানায় থানায় ওসিদের নামেই হয় সংকল্প। ওসিরা তাই কালী পুজোর দিনে খাকি উর্দি ছেড়ে অস্ত্রবিরতি করে সার্ভিস রিভলবার আগ্নেয়াস্ত্র জমা রেখে উপবাসে থেকে ধুতি, গেঞ্জি উত্তরীয় গায়ে দিয়ে পণ্ডীত মশাইয়ের পাশে বসে হোম, যজ্ঞে, আহুতি দেন তাঁরা। অন্য ক্ষেত্রে বলির বিরুদ্ধে পুলিশ যতই পদক্ষেপ নেয় না কেন, থানার কল্যাণে ছাগ বলির রেওয়াজ কিন্তু এবারের পুজোতেও ভাঙতে পারলেন না স্বয়ং ওসিরা। যার ফলে এবারেও কালীপুজোয় পুরুলিয়ার নিতুরিয়া, কেন্দা, সাঁতুড়ি থানায় ছাগ বলি হল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ওসি জানালেন, থানার কালীপুজোয় ছাগ বলি অতীত দিনের ঐতিহ্য। তাই নিয়ম মেনে বলি দিতেই হয়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি।

সিউড়ি কেন্দুয়া স্বামীজি সংঘের কালী প্রতিমা।

নতিবপুরের বাজি শিল্পীদের বিকল্প জীবিকার সন্ধানে বৈঠক খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এগরার ভয়ঙ্কর ঘটনার পর নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উৎপাদন বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাজি তৈরি ও বিক্রি হয় নতিবপুর এলাকায়। এই এলাকার বাজি শিল্পীদের বিকল্প জীবিকার সন্ধান দিতে এবং তাঁদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে খানাকুল দুই নম্বর ব্লক প্রশাসন। বাজি শিল্পীদের নিয়ে বিডিও অফিসে বৈঠকও করা হয়। সেখানে প্রায় ২৫-৩০ জন বাজি শিল্পী বৈঠকে সামিল হন। প্রসঙ্গত, পুলিশ ও প্রশাসনের লাগাতার অভিযান ও তল্লাশি সত্ত্বেও নতিবপুর চিংড়া গণেশপুর এলাকায় লাগাম টানা যাচ্ছে না নিষিদ্ধ বাজি তৈরিতে। নিষিদ্ধ বাজি তৈরি হচ্ছে বাড়ি বাড়ি। এ যেন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের চেহারা নিয়েছে। বিগত দিনে ওই এলাকাতেও বিস্ফোরণে মারা গেছে বেশ কয়েকজন। বিস্ফোরণে বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। তবুও বাজি তৈরি বন্ধ হয়নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে চার ধারে নদী। মাঝখানে নতিবপুর গ্রাম। খানাকুলের এই গ্রামকে সকলেই এক ডাকে চেনে। কারণ একটাই, এখানের মতো বাজি আর কোথাও হয় না। যেমন জোরাল আওয়াজ, তেমনি চোখ ধাঁধানো রঙমশাল, ফুলঝুরি। এখানেই শেষ নয়, গাছ বোমার আওয়াজ ও বাজি ফাটার মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। এক আধ দিন নয়। দেড়শো বছর ধরে চলে আসছে। বংশ পরম্পরায় এই কাজে যুক্ত থেকে বর্তমানে ৫০টির বেশি ঘরে এই কাজ কারবার চলে আসছে। এটা না করলে ভাত জুটবে না। এই ধারণাই পেয়ে বসেছে এই সকল পরিবারের মালিকের। দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা বুঝেও বুঝতে চায় না। নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে তাই আজও বাজি তৈরি হচ্ছে, শব্দবাজিও বাঁধা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ১৫০ বছর ধরে চলতে থাকা এই কারবারগুলি এখন বারুদের স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতিবপুরের বরখানতলা যে কোনও দিন বড় ধরনের বিস্ফোরণের কবলে পড়তে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে পুজোয় বরখানতলার সাহা পাড়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে এলাকার বাসিন্দারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই খানাকুল থানার পুলিশ ওই জায়গা থেকে কয়েশো কেজি নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করেছে। খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিও এমডি জাকারিয়া বলেন, 'নিষিদ্ধ শব্দ বাজি তৈরি বন্ধ করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সঙ্গে বৈঠক করে তা বন্ধ করার বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের বিকল্প জীবিকার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি স্বনির্ভর করার জন্য সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। ওদের এগিয়ে এসে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।' আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, 'খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিওর সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। যদি নতিবপুর এলালার বাজি শিল্পীদের বিকল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।'

কোতুলপুর থানায় কালীপুজোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: উৎসবের আমেজে ভরে উঠল কোতুলপুর থানা প্রাঙ্গণ। সোমবার কোতুলপুর থানার বার্ষিক কালীপুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন বিষ্ণুপুর মহকুমার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) মাসুদ হাসান। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস, কোতুলপুর বিধানসভার বিধায়ক-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবীরা। উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠিত হয় এক সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন কোতুলপুর থানা এলাকার

অবসরপ্রাপ্ত কনস্টেবল ও হোমগার্ডদের সংবর্ধনা জানানো হয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগ হিসেবে হাজারো দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা, অ্যাডিশনাল এসপি, এসডিপিও ও বিধায়ক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, 'আগে থানায় কালীপুজো হত, সমাজের বড় বড় অপরাধীদের কাবু করার শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে। যুগ পেরিয়ে গেলেও, আজও সেই রীতি আমরা পালন করি। আজকের যুগে নতুন এক ধরনের ডাকাত জন্ম নিয়েছে, সাইবার অপরাধী। এই সাইবার ডাকাতদের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই চলবে।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ হাসান জানান, কোতুলপুর থানার কালীপুজো উপলক্ষে পুরো থানা চত্বর এক উৎসবমুখর পরিবেশে ভরে উঠেছে। আলোয় ঝলমল করছে গোটা এলাকা, আনন্দে মেতে উঠেছেন পুলিশ কর্মী থেকে স্থানীয় মানুষ সকলেই। আলো, আনন্দ আর সমাজসেবার মেলবন্ধনে এদিনের কালীপুজো হয়ে উঠল কোতুলপুর থানার অন্যতম সেরা উদ্যোগ।

স্বামীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, ধৃত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: বিয়ের এক বছরের মাথায় ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। রবিবার রাতের চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। সোমবার সকাল সকাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সামশেরগঞ্জের রতনপুর তারাপুরপাড়ায়। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এজাজ আহমেদ (২১) নামে ওই যুবক। অন্যদিকে অভিযুক্ত আসরিন খাতুন নামে ওই গৃহবধূকে গ্রেপ্তার করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে হাঁসুয়া।

পরিবার সূত্রের খবর, বছর খানেক আগেই রতনপুর তারাপুরপাড়া এলাকার পেশায় মাছ বিক্রেতা যুবক এজাজ আহমেদের সঙ্গে বিয়ে হয় লালপুর এলাকার যুবতী আসরিন খাতুনের। প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাদের। যদিও অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয়। কিন্তু ইজাজ আহমেদের পরিবারের লোকজনের দাবি, হঠাৎই সোমবার ভোররাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁসুয়া দিয়ে ইজাজ আহমেদকে কোপাতে থাকে স্ত্রী আসরিন। চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে সকলের। ততক্ষণে দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই সৃষ্টি হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ইজাজ আহমেদকে প্রথমে অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে জঙ্গিপুর হাসপাতাল ও পরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় অভিযুক্ত বউমার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ইজাজ আহমেদের বাবা রাজিবুল্লা শেখ। তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন পরিবারের লোকজন। যদিও কী কারণে স্বামীকে এভাবে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা তা এখনও স্পষ্ট নয় এজাজ আহমেদের পরিবারের কাছে।

সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লির দীপাবলীর আলোকসজ্জা।

সিউড়ি সেহেরা পাড়ার বামনি কালী মায়ের প্রতিমা।

সিউড়ি সংহতি ক্লাবের কালী প্রতিমা।

আজও ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছে মানকরের মিষ্টান্ন কদমা

সুজিত ভট্টাচার্য্য ● বুদবুদ

অন্যান্য জায়গার মতো পূর্ব বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামেও মহাধুমধামে কালী পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে বহু দিন ধরে। কথিত আছে এই মানকর গ্রামেই নাকি এক সময় ছিল জঙ্গলে ভরা। সেখানেই ছিল ডাকাতদের আস্তানা। অনেক ডাকাত দল সেই জঙ্গলের মধ্যেই কালী পুজো করতেন। আবার অনেকে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মা কালী পুজো করে যেতেন। তবে কালীকে দেওয়া হতো ফলের সঙ্গে কদমা। ধীরে ধীরে এই কদমার চাহিদা বাড়তে থাকে মানকর গ্রামে। মানকরের কয়েকজন মিষ্টি প্রস্তুতকারী এই কদমা তৈরি শুরু করেন। তবে তাঁরা কোনোরকম রাসায়নিক প্রয়োগ ছাড়াই চিনি ফুটিয়ে তার মধ্যে ছানার জল দিয়ে কদমা তৈরি করতে শুরু করেন। আর তা থেকেই মানকরের কদমার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই মানকর গ্রামে নামী ছোট, বড় মিলে প্রায় ১৩৮টি কালী পুজো হয়। আর পুজোয় মা কালীকে কদমা দেওয়া আবশ্যক। তাই কদমা প্রস্তুতকারীদের কাছে কদমার ভালোই বরাত এসেছে এবার। কদমা প্রস্তুতকারী হারাধন কর জানিয়েছেন, প্রায় ৬০ বছর ধরে তিনি এই কদমা তৈরি করে আসছেন, আগে তাঁর বাবা এই কদমা তৈরি করতেন, তাঁর কাছে শিখে এখন তিনিও এই কদমা তৈরি করছেন। তিনি আরও জানান, মানকরের কদমার বৈশিষ্ট্য হল এই কদমা আকারে একটু গোল হয়। অর্থাৎ ভেতরে ফাঁপা হয়। বাজারে যেসব কদমা পাওয়া যায়। সেই কদমা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে যাতে সাদা হয়, তাই রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মানকরের কদমা চিনি ফুটিয়ে তাতে ছানার জল মিশিয়ে তৈরি করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতিতেই তাঁরা শিখে এসেছেন এবং আগামী প্রজন্ম এই একইভাবে কদমা তৈরি করে যাবে। মানকর থেকে কদমা বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যেও যায়। একটা সময় বিদেশেও এই কদমা রপ্তানি হত। তবে এখন সেইভাবে বরাত পাওয়া যায় না। মানকরের বাসিন্দা জয় গোপাল দে জানিয়েছেন, 'মানকরের এই কদমা তাঁদের মানকরবাসীর কাছে একটা গর্বের বিষয়। এই কদমা মানকরের একটা ঐতিহ্য। কালী পুজো মানেই দেবী কালীকে মানকরের কদমা দেওয়া হয়। বহু যুগ ধরে চলে আসছে এটা। বর্ধমানে যেমন মিহিদানা সীতাভোগ বিখ্যাত। তেমন মানকরে কদমা বিখ্যাত। বহুদূর থেকে মানুষ এই মানকর গ্রামে আসেন কদমা নিতে।' মানকর হাটতলা মোড়ের মিষ্টি ব্যবসায়ী কার্তিক দে জানিয়েছেন,এ বছর মানকরে কদমার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতিবছর মানকরে প্রচুর কালীপুজো হয়। এবছর ১৮ কিলো ওজনের কদমার বরাত পেয়েছেন তিনি। সেইমতো কারিগর দিয়ে সেই কদমা তৈরি করে প্রস্তুত রেখেছেন।

নিয়ম মেনে বালুরঘাটের শতাব্দীপ্রাচীন বুড়াকালীর পুজো হল দীপান্বিতা অমাবস্যায়

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কয়েকটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত কালীর মধ্যে অন্যতম বালুরঘাট শহরের তহবাজার এলাকার বুড়া কালী। কালের স্রোত ও সময়ের সঙ্গে শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় কিছু নিময় পরিবর্তিত হলেও পুরোনো রীতি রেওয়াজ মেনেই হয় এই কালী মায়ের পুজো। শতাব্দী প্রাচীন জাগ্রত বুড়া কালীর পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর লাখো ভক্ত সমাগম হয়। এছাড়াও প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার বুড়া কালী বাড়িতে পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন পরে ভক্তদের। পুলিশি কড়া নিরপত্তায় থাকে পুজোর কটা দিন।

প্রচলিত রয়েছে কয়েকশো বছর আগে বর্তমান বুড়া কালী মাতার মন্দিরের পাশ দিয়ে নাকি আত্রেয়ী নদী বইতো। বর্তমানে বুড়া কালী মন্দির থেকে অনেকটা পশ্চিমে সরে গেছে এই নদী। লোকমুখে প্রচার যে, মন্দির ও তার পাশের বাজারের জায়গায় ছিল ঘন জঙ্গল। শতাব্দীর প্রাচীন হলেও এই পুজোর সঠিক বয়স কত তা কেউ বলতে পারে না। এক সময় আত্রেয়ী নদীর ধারে নিজে থেকেই নাকি ভেসে ওঠে বুড়া কালী মাতার বিগ্রহ। এক তন্ত্রসাধক ওই বিগ্রহকে তুলে নিয়ে এসে পুজো শুরু করেন। তারপর থেকেই এই পুজো শুরু হয়। প্রথমে বাঁশ বাঁখারির ঘেরা দিয়ে বুড়া কালী মাতার পুজো শুরু হয়। বর্তমানে বিশালাকৃতি মন্দিরে পুজিত হন বুড়া কালী মাতা। প্রতিবারের মতো এবারও পুজোর দিন মায়ের বিগ্রহ সম্পূর্ণ সোনা, রুপোর অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়েছে। পুজোতে এখনও পাঁঠা বলি, শোল মাছ বলি হয়। শোনা যায়, আগে নাকি ২০ কিলো ওজনের শোল মাছ বলি হত। উল্লেখ্য, এই পুজোকে ঘিরে শুধুমাত্র দক্ষিণ দিনাজপুর নয়, পাশের জেলা উত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও প্রচুর ভক্ত বা দর্শনার্থীর সমাগম হয়। জনশ্রুতি আছে একটা সময় কলকাতার রানি রাসমণি এই মন্দিরে পুজো দিতে আসতেন। বজরায় করে এসে তিনি আত্রেয়ী নদী জল নিয়ে মায়ের পুজো দিয়ে আবার ফিরে যেতেন কলকাতায়। আগে সন্ধ্যের পর নাকি অপরূপ ফুলের সুগন্ধ ছড়াতো এলাকায়। কিন্তু কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত কোনও ফুল গাছ ছিলো না। শোনা যেত, নুপুরের আওয়াজ। সেই সব নাকি এখন গল্প মনে হয় অনেকের। তা সত্ত্বেও জেলাবাসীর অগাধ বিশ্বাস বুড়া কালী মাতার উপর। এখনও অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত পুজিত হন মা। পুজোর দিন হাজার হাজার মানুষ অন্ন, খিচুরি ও অনান্য ভোগ দিয়ে থাকেন। পাঁঠা বলি হয় বেশ কিছু। হাজার হাজার ভক্তের নিরাপওায় বসানো হয় সিস ক্যামেরা। নিরাপত্তার বিষয়টিকে মাথায় রেখে মন্দির চত্বরে মোতেন রয়েছে প্রচুর পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার। বুড়া কালী মাতা পূজা কমিটির সম্পাদক অমিত মহন্ত বলেন, 'পুজোর দিনটির পাশাপাশি সারা বছরই মা বুড়াকালী অত্যন্ত নিয়ম ও নিষ্ঠা সহকারে নিত্য পুজিত হন। ভক্তদের অগাধ বিশ্বাস বুড়াকালী রয়েছে মাতার উপর।'

সিউড়ি মৌমাছি মা কালীর মন্দিরে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

ঝাড়খণ্ডের গড় শ্যামলী মা ৫০১ বছর ধরে ডাঙ্গালে কালী নামে প্রসিদ্ধ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝাঁঝরা গ্রামে মা ডাঙ্গালে কালীর আবির্ভাব নিয়ে রয়েছে নানান অলৌকিক কাহিনী। কথিত আছে আজ থেকে প্রায় ৫০১ বছর আগে অধুনা ধবনী গ্রামের নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নামে এক সাধু পুরুষ সংগীত শিল্পী প্রথম মা ডাঙ্গালে কালীর দর্শন করেন। জনশ্রুতি আছে, এই নীলকণ্ঠ মুখে াপাধ্যায় নাকি স্বয়ং পরমহংস শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবকে গান শোনাতেন। স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেব মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মা ডাঙ্গালে কালীর রূপ দর্শন করার জন্য এই স্থানে আসেন। পরবর্তীতে ঝাঁঝরা গ্রামের তিন সজ্জন সাধু পুরুষ ব্যক্তি মলিন্দ্র চক্রবর্তী, বজেন্দ্র চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মা ডাঙ্গালে কালীর প্রতিষ্ঠা ও পুজোর প্রচলন করেন। ঝাঁঝরা গ্রামের এই চক্রবর্তী পরিবারের আসল পদবী ছিল গাঙ্গুলি, বর্ধমান রাজার দেওয়া 'চক্রবর্তী' উপাধি পাওয়ার পর তাঁরা চক্রবর্তী উপাধিতেই ভূষিত। সেই সময় মায়ের কোনওরকম মন্দির ছিল না। একটা গাছের তলায় হতো পুজো,যা আজও বিদ্যমান। মায়ের মন্দিরের অদূরেই রয়েছে একটা গড়। যেখানে কোনদিনও জল শেষ হয় না। এবং সেই প্রাচীনকাল থেকেই ওই গড় থেকেই বারি করে জল নিয়ে শুরু হয় মায়ের পুজো। আজও এলাকা এবং আশেপাশের মানুষ গড়ের জলকে পবিত্র জল বলে মনে করেন। জনশ্রুতি আছে, মায়ের এই মন্দির প্রাঙ্গণ থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল টুমনি নদীর। যার চিহ্ন আজও বিদ্যমান। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও কালী পুজোর অমাবস্যা তিথিতে মহাধুমধাম ও ভক্তির সঙ্গে হচ্ছে মায়ের পুজো। পুজো করে এলাকায় এবং আশেপাশের হাজার হাজার মানুষ মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় করেন। চক্রবর্তী পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম তথা মন্দিরের সেবাইত গৌতম চক্রবর্তী জানান, 'এক সময় মায়ের কোনও মন্দির ছিল না। একটা গাছ তলায় হতো পুজো। ধীরে ধীরে ভক্তদের দানে তৈরি হয়েছে মায়ের মন্দির।' তিনি আরও বলেন, 'এই ডাঙ্গালে কালীর আদি বসতি স্থান ছিল ঝাড়খণ্ডের গড় শ্যামলী এলাকায়, সেখান থেকেই অলৌকিকভাবে ঝানেরা এলাকায় মায়ের আবির্ভাব হয় মাটি ফুঁড়ে। প্রথম প্রথম এখানে মা পরিচিত ছিলেন গড় শ্যামলী মা নামেই। যেহেতু ঝাঁঝরা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে নির্জন জায়গায় মায়ের মন্দির, তাই এলাকাবাসীরা এই মাকে ডাঙ্গালে কালী নামেই ডাকতে শুরু করেন। তারপর থেকেই এই মা ডাঙ্গালে কালী নামেই প্রসিদ্ধ।' তিনি বলেন, 'আজও প্রাচীন প্রথা মেনেই যেখানে মায়ের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, সেই গাছ তলায় পঞ্চ মুণ্ডীর আসনেই শুরু হয় প্রথম মায়ের পুজো। তারপর পুজো হয় মন্দিরে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তিতে।' এখানে মায়ের মন্দিরে ছাগ বলি প্রথা রয়েছে। হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় কালীপুজোর রাতে। পাশাপাশি মন্দির কমিটির তরফ থেকে পুজোর দিন হাজার হাজার মানুষকে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। গতবার পুজোর দিনে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল, এবারে তার থেকেও বেশি হবে বলে আশা করছেন মন্দির কমিটির লোকেরা।

কালীপুজোর দিনে বিষ্ণুপুরের রক্ষিত পরিবার মাতলেন মা দুর্গার আরাধনায়

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বিষ্ণুপুর: এ যেন অকাল বোধনে'র অকাল বোধন। যখন সবাই চারদিকে কালী শক্তির আরাধনা ও আলোর উৎসবে মেতে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঠিক তখনই একপ্রকার নিঃশব্দেই দেবী দুর্গার আরাধনা চলল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের পাটরাপাড়ার রক্ষিত পরিবারে।

গত ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে দীপান্বিতা অমাবস্যায় শুরু হয় দেবী দুর্গার বোধন। মা এখানে অসুরদলনী নন, নন সিংহবাহিনীও। এই সময় এখানে তিনি ঘরের মেয়ে উমা। মা এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আর শিব-সহ দুর্গা সপরিবারে পুজিত হন এখানে। শারদীয়া দুর্গোৎসবের মতোই এই সময় এখানে টানা চার দিন পুজো হয়। শুরুর দিন চাল কুমড়ো বলি প্রথাও চালু আছে রক্ষিত বাড়ির পুজোতে। রক্ষিত পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২০০ বছর আগে তাঁদের বংশের কোনও এক সদস্যাকে দেবী দুর্গা স্বপ্নাদেশ দেন। দেবী দুর্গা, শিব-সহ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মূর্তি তৈরি করে পুজোর নির্দেশ পান। ২০০ বছর পূর্বে রক্ষিত পরিবারের পূর্ব পুরুষদের রেশম গুটির ব্যবসা ছিল পুরুলিয়াতে। জঙ্গল থেকে তসরের এই গুটি সংগ্রহ করত রক্ষিত পরিবারের তৎকালীন সদস্যরা। একদিন রক্ষিত পরিবারের কোনও এক পূর্বপুরুষ গভীর জঙ্গলে গুটি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। ক্লান্ত হয়ে সেখানেই একটি গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েন। তখন দেবী মা তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন, তাঁদের গ্রামের বাড়ি অর্থাৎ বিষ্ণুপুরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মায়ের সঙ্গে বিরাজ করবে দেবাদিদেব মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে তাঁদের তাঁতসালে গিয়ে দেখেন, মা যেভাবে তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, সেভাবেই একটি মূর্তি রয়েছে। তখন থেকে শুরু হয় রক্ষিত পরিবারে কালী পুজোর দিনে দুর্গাপুজো। এখানে রীতি রয়েছে, মাকে যেহেতু ঘরের মেয়ে রূপে পুজো করা হয়, তাই ভাই ফোঁটার পরে মাকে বিসর্জন করা হয়। কারণ ভাই ফোঁটার পরে ঘরের মেয়েরা ঘরে ফিরবে এবং মা-ও তার সঙ্গে ঘরে ফিরবে এটাই রীতি। মায়ের ঘট বিসর্জন না-হওয়া পর্যন্ত পরিবারের সদস্যরা কেউ বিষ্ণুপুর ছেড়ে যান না। শারদীয়া পুজোর পরিবর্তে তাদের বাড়ির পুজোয় আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রণ করা হয়। তাই এসময় পরিবারে সবাই আসেন।

বীরভূমের সদাইপুর থানার কুচজোড় সারদা সন্তান সংঘের শ্যামাপুজো।

চাঁদার জুলুম, মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত রোডে কালীপুজোর চাদার জুলুম। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারপিট। ২০ টাকার জন্য চালকের নাক ফাটলো জুলুমকারী। পাল্টা যুবককে মারার অভিযোগ চালক খালাসির বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তের কালী বাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, একদল যুবক কালীপুজোর জন্য রাস্তায় ধরে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তুলছিল। সীমান্তে চালককে ২০ টাকা চাইলে, না-দিতে পারায় শুরু হয় গন্ডগোল। বিবাদ তুঙ্গে উঠলে ঘুসি মেরে চালকের নাক ফাটিয়ে দেয়। পাল্টা অভিযোগ চালক ও খালাসি ওই যুবককে মারধর করে লরিতে তুলে নিয়ে চলে আসে। চাঞ্চল্য ছড়ায় ঘটনাস্থলে। বসিরহাট থানার পুলিশ গিয়ে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযুক্ত যুবকের খোঁজ নিয়ে উদ্ধার করে।

এখনও প্রথা মেনে ফল ডাকাতি করে হয় খানাকুলের ডাকাত কালীর পুজো

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

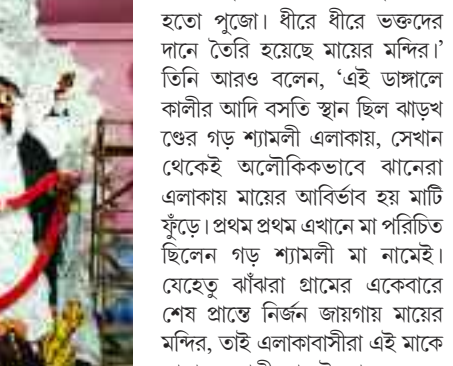

হুগলি জেলার খানাকুলের চক্রপুরের ডাকাত কালীর পুজো এবছর প্রায় ৩৫৮ বছরে পদার্পণ করল। এখনও প্রথা মেনে ডাকাতি করে পুজোর আয়োজন হয়। তবে সেই ভাবে ডাকাতি না-হলেও প্রথা মেনে রাতের অন্ধকারে ফল চুরি করে মায়ের কাছে নিবেদন করেন কালী ডাকাতের বংশধরেরা। ৩৫৭ বছর আগে এলাকায় কালী ডাকাত নামে পরিচিত হলেও, কালীচরণ মাঝি প্রথম এই কালী পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তথাকথিত ডাকাতি না-হলেও এখন একশত ছাগ বলি হয়। জানা গেছে, চক্রপুরের ডাকাতি কালীর পাশাপাশি দুটি প্রতিমার পুজো হয়। কালী পুজোর দিন রাতে কালী ডাকাতের বংশধরেরা প্রথম মায়ের ঘট উত্তোলন করেন। তারপর পুরোহিত ঠাকুর আরেকটি ঘট উত্তোলন করেন। দুটি ঘট মা কালীর পায়ের নীচে বসিয়ে পুজোপাঠ হয়। কালী ডাকাতের বংশধরেরাই বর্তমানে এই মা কালীর পুজোর আয়োজন করেন।

এই বিষয়ে একজন বংশধর বলেন, 'প্রথা মেনে এই বছরও পুজো হচ্ছে। ডাকাতি করে কালী পুজোর যে রীতি তা মানা হবে। তবে কেবল মাত্র রাতের অন্ধকারে ফল চুরি করে মায়ের পায়ে নিবেদন করা হবে।' বর্তমানে ডাকাতি প্রথা আইনত অপরাধ বলে গন্য। অন্যদিকে অনিমেষ পণ্ডিত বলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষ এই কালী পুজোর সূচনা করেন। আমরা এখনও ঘট উত্তোলন করি। তারপর পুরোহিত ঠাকুর ঘট উত্তোলন করেন। পুজোর সমস্ত রীতি মানা হয়। ডাকাতি প্রথা বজায় রাখতে ফল চুরি করে আনা হয়।' জানা গেছে এই ডাকাতি কালী পুজোকে কেন্দ্র করে ২০০ বছর আগে প্রথম মেলা বসে। সেই রীতি মেনে এখনও প্রতি বছর মেলা বসে।

মশাটে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পাঁচ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মশাট অঞ্চলে কয়েকজন সন্দেহভাজনকে ঘুরতে দেখে পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করে। একটি চারচাকা নিয়ে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও, পাঁচজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। উদ্দেশ্য ছিল সোনার দোকানে ডাকাতি। তার আগেই দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয় রাউন্ড কার্তুজ-সহ পাঁচ দুষ্কৃতীকেপাকড়াও করল চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় জানান, 'ধনতেরাস-দীপাবলির জন্য চণ্ডীতলা থানার বিভিন্ন এলাকায় নাকা চেকিং চালাচ্ছিল পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে ধৃত পাঁচ জনের কাছ থেকে দুটি দেশি পিস্তল, ছয় রাউন্ড কার্তুজ, দুটি ভোজালি, একটি ছুরি,শার্টার ও তালা ভাঙার যন্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, মশাট এলাকায় সোনার দোকানে ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল

তাদের।' পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সুরজ মণ্ডল, কুতুবর মণ্ডল, রাজা উদ্দিন, অলোক সমাদ্দার এবং আশিস সাহা। ধৃতদের মধ্যে ২ জনের বাড়ি হুগলিতে। একজনের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এবং বাকি ২ জনের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়। চণ্ডীতলা থানা এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে।

বছরভর শান্তরূপে হংসেশ্বরীর পূজা হলেও, কালীপুজোর দিন মা ধারণ করেন রুদ্ররূপ

দক্ষিণা এই কালীকে মুখে রুপোর মুখোশ, সোনার জিভ পড়ানো হয়

বনস্পতি দে ● হুগলি

মাথায় মুকুট ও রাজবেশ ধারণ করার পর অমাবস্যায় পুজো শুরু হয়। পুজো শেষ হওয়ার পর রাজবেশ খুলে ফেলা হয়। পরে মা আবার শান্তরূপ ধারণ করেন। সারা বছর শান্তরূপে দক্ষিণা কালী হংসেশ্বরীর পুজো হয়। তবে কালী পুজোর দিন মা ধারণ করেন রুদ্র রূপ। মুখে রুপোর মুখোশ, সোনার জিভ পড়ানো হয়। বর্তমানে যেখানে হংসেশ্বরী মন্দির রয়েছে, তার পাশেও কয়েকটি মন্দির রয়েছে। রাজ পরিবারের বাড়ির কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

কথিত আছে, রাজা নৃসিংহ দেব রায় ১৮০১ সালে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন। পরে হংসেশ্বরী মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বেনারস থেকে গঙ্গায় ভেসে আসা নিম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে মূর্তি তৈরি হয়। মূর্তিতে কোনও জোড়া তাপ্পি দেওয়া হয়নি। এক নিম কাঠ কেটে তৈরি করা। বছরে দু'টো বড় উৎসব হয় হংসেশ্বরী মন্দিরে। কালীপুজো আর স্নান যাত্রা। প্রতিদিন সাধারণ সময়ে সকাল সাতটায় মন্দির খোলে। দশটায় পুজো শুরু হয়। ভোগ নিবেদন হয়। দুপুরে ভোগ নিতে পারেন ভক্তরা। হংসেশ্বরী মন্দির হেরিটেজ সম্পত্তি। বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মন্দিরের সেবাইত জানান, 'বছরে এক রাতের জন্য রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন মা হংসেশ্বরী। ওই দিন সন্ধ্যা আরতির পর তাঁকে রাজবেশ পরানো হয়। রুপোর মুখোশ ও সোনার জিভ পরানো হয়। গায়ে কোনও বস্ত্র থাকে না দেবীর। ফুলের মালা দিয়ে ঢাকা থাকে। মা এদিন এলোকেশি রূপে দেখা দেন। পুজো শেষে ভোর চারটে সব আবার খুলে ফেলা হয়। শান্ত রূপে ফিরে আসেন মা।' প্রতিবছরই কালী পুজোয় ভক্তের ঢল নামে হংসেশ্বরী মন্দিরে। লাইন দিয়ে পুজো দেন ভক্তরা। পুলিশি নিরাপত্তা থাকে আঁটোসাটো।

কালী নয়, মহাসরস্বতী পুজোয় মেতে ওঠে বাঁকুড়ার গ্রাম

এই দেবী অষ্টভূজা ও সিংহের ওপর উপবিষ্ট, দু'পাশে থাকে ডাকিনী, যোগিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সারা রাজ্য যখন সোমবার রাতে কালীপুজোয় মেতেছিল তখন বাঁকুড়ার গ্রামে ঘটা করে হল মহাসরস্বতীর পুজো। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে কালাবতী গ্রামে প্রতি বছর দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে এই মহাসরস্বতীর পুজো হয়ে থাকে। এই পুজা বিরল। বর্তমানে এই পুজো ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। কথিত আছে, গ্রামের চৌধুরী পরিবারের এক পূর্বপুরুষ বিন্ধ্যাচল পর্বতে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেবী সরস্বতীর স্বপ্নাদেশ পান। দেবী তাঁকে বলেন, নিজের গ্রামে ফিরে এসে মহাসরস্বতী রূপে তাঁর পুজো শুরু করতে। গ্রামে ফিরে সেই সাধক এই পূজার সূচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্রজভূমিতে চলে যাওয়ার সময় পূজার দায়িত্ব তিন ভাইয়ের হাতে দিয়ে যান। এখনও প্রাচীন রীতি মেনে সেই পূজা হয়ে আসছে। এলাকাবাসীদের মনে এই পুজোর আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। কালীপুজোর দিন এলাকাবাসীদের আবেগ লক্ষ্য করা যায়। এখনও সেই চৌধুরী পরিবারই পুজোর মূল আয়োজক হলেও, তা একটি ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালনা করে। এই দেবী

মহাসরস্বতী অষ্টভূজা ও সিংহের ওপর উপবিষ্ট। তাঁর বাম পায়ের নীচে রয়েছে অসুর, দু'পাশে ডাকিনী ও যোগিনী। দেবীর সঙ্গে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং গণেশ ও দুই সখী। এই প্রতিমার সৌন্দর্য্য ও মহাশক্তির ভাব ভক্তদের মুগ্ধ করে। প্রথমদিকে এখানে মাটির প্রতিমা তৈরি করা হত। এখন তৈরি হয়েছে স্থায়ী পাথরের মূর্তি। তবে প্রথা অনুযায়ী প্রতি বছর সেই পাথরের মূর্তিতেও 'মাটি ছোঁয়ানো' হয়। প্রাচীন রীতি মেনে এই দায়িত্ব বড়জোড়ার এক নির্দিষ্ট পরিবারের ওপরই রয়েছে।

দীপান্বিতা অমাবস্যা বা কালীপুজার মধ্যরাতের আগে পুজো শুরু হয় এবং চলে ভোরবেলা পর্যন্ত। প্রাচীন রীতি মেনে পরদিন সকালে হয় পুষ্পাঞ্জলি ও নরনারায়ণ সেবা। গ্রামের প্রতিটি পরিবার অংশ নেয় তাতে। এই পুজোয় আগে পশুবলি প্রচলিত ছিল, কিন্তু ২০২১ সালে পাথরের মূর্তি হওয়ার পর থেকে সেই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। তার পরিবর্তে চালকুমড়ো, আখ, কলা ইত্যাদি প্রতীকী বলি দেওয়া হয়। এই পুজোয় দেওয়া হয় খিচুড়ি প্রসাদ। গ্রামের সবাই আর্থিক সহায়তা করে হাজার হাজার ভক্তের জন্য প্রসাদ তৈরি করেন। ভোরবেলায় ভক্তরা দেবীর আরাধনা শেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এই ব্যতিক্রমী পুজো দেখতে। সারারাত ধরে চলে যাত্রা, কীর্তন-সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মানুষ মহাসরস্বতী মন্দিরে এসে প্রণাম করেন। তাঁদের বিশ্বাস, দেবীর কৃপায় এই গ্রামে কোনও বড় বিপদ ঘটেনি আর ঘটবেও না। মহাসরস্বতীর কৃপায় গ্রামে শান্তি, শিক্ষা ও সমৃদ্ধি রয়েছে। গ্রাম উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। পুজোর এই আয়োজনেই গ্রামের ঐক্য ও সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ভোটের আগে বিহারে ১৪ দিনে বাজেয়াপ্ত ২৪ কোটি টাকার মদ

পাটনা, ২০ অক্টোবর: বিহারে বিধানসভা ভোটের আর মাত্র হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি। তার আগেই রাজ্য জুড়ে অভিযান চালিয়ে ৬৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার মদ, মাদক এবং বেআইনি জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। এর মধ্যে শুধু মদই উদ্ধার হয়েছে ২৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার! গ্রেপ্তার হয়েছেন অন্তত ৭৫৩ জন।

মুখ্য নির্বাচনী কর্তার (সিইও) দপ্তরও এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে। জানানো হয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে ২৩.৪১ কোটি টাকার মদ, ১৪ কোটি টাকার বেআইনি জিনিসপত্র, ১৬.৮৮ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য এবং নগদ ৪.১৯ কোটি টাকা রয়েছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, গত ৬ অক্টোবর বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হয়েছে। তার পর থেকে গত ১৪ দিনে বিহার জুড়ে মোট ৬৪.১৩ কোটি টাকার মদ, নগদ টাকা এবং মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রকে উদ্ধৃত করে পিটিআই জানিয়েছে, ৬ অক্টোবর থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৭৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া, ১৩,৫৮৭ জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

বিহারে মদ নিষিদ্ধ। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যে মদ বিক্রি, কেনা এবং পান করার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নীতীশ কুমারের সরকার। কিন্তু তাতে মদ্যপানে রাশ টানা যায়নি। তার মধ্যে আগামী ৬ নভেম্বর বিহারে প্রথম পর্যায়ের ভোট রয়েছে। ২৪৩টি আসনের প্রথম ১২১টিতে ভোট হবে ওই দিন। দ্বিতীয় দফায় ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে ১১ নভেম্বর। ১৪ নভেম্বর ভোট গণনা এবং ফলঘোষণা হবে। ভোটপূর্ব বিহারে ইতিমধ্যেই নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি আবগারি ও আয়কর বিভাগ, শুল্ক, রাজস্ব এবং গোয়েন্দা বিভাগকেও নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

ফের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর দাবি করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর: ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনিই। আবার দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আরও দাবি করেছেন, দুই দেশের সংঘাতে সাতটি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছে। যদিও ওই বিমানগুলি কোন দেশের, তা স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, 'শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি' দিয়ে তিনি দুই পরমাণু শক্তিধর দেশকে যুদ্ধ থেকে বিরতে করেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই দাবি যদিও নতুন নয়। তিনি এর আগেও দাবি করেছেন, পহেলগাঁও কাণ্ডের পরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক অস্থিরতা শুরু হয়েছিল, তা থামিয়েছেন তিনিই। যদিও ভারত এ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কথা স্বীকার করেনি। তবে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা ভারত অস্বীকার করলেও পাকিস্তান 'ধন্যবাদ' জানিয়েছে আমেরিকাকে।

ট্রাম্পের আরও দাবি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে দেন। এ জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁর প্রশংসাও করেছেন বলে জানান ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন।'

রবিবার ফক্স নিউজকে একটি সাক্ষাৎকার দেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ থামিয়েছেন বলে আবার দাবি করেন। তিনি বলেন, 'ওরা যাচ্ছিল সেই পথে, সাতটি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছে। সংখ্যাটা অনেক। সে সব চলছিলই। পরমাণু যুদ্ধও হতে পারত।' তাঁর দাবি, 'শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি' দিয়ে তিনি সেই যুদ্ধ বন্ধ করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি বলি, তোমরা যুদ্ধ না থামালে ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাব। তা হলে তোমরা আর চুক্তি করতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্যও বন্ধ করে দেব।'

এনকাউন্টারে মৃত্যু তেলঙ্গানায় পুলিশকর্মী খুনে মূল অভিযুক্তের

অমরাবতী, ২০ অক্টোবর: এনকাউন্টারে মৃত্যু তেলঙ্গানায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী খুনে মূল অভিযুক্ত। নিহত যুবকের নাম রিয়াজ। তিন দিন ধরে একটি লরির ভিতর লুকিয়েছিলো সেই যুবক! সোমবার সকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে তার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে তেলঙ্গানার নিজামাবাদে ৪২ বছরের কনস্টেবল ই প্রমোদকে খুন করে পালিয়েছিলেন তিনি। সোমবার সকালে তার খোঁজ পায় পুলিশ। ডিজিপি শিবদার রেড্ডি জানিয়েছেন, তিন দিন ধরে নিজামাবাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত সরমপুর গ্রামে একটি পরিত্যক্ত লরির কেবিনে লুকিয়েছিলেন রিয়াজ। সোমবার সকালে তাঁর খোঁজ মেলে। অভিযোগ, থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় এক পুলিশকর্মীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। ডিজিপি-র কথায়, 'যদি তিনি কোনও ভাবে গুলি চালাতে শুরু করতেন, তা হলে অনেক প্রাণহানি হতে পারত। তাই জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবেই গুলি চালিয়েছে পুলিশ।'

মহারাষ্ট্রে ৯৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটার, ভোট পিছনোর দাবি রাজ ঠাকরের

মুম্বই, ২০ অক্টোবর: পুরসভা নির্বাচনের আগে মহারাষ্ট্রের ভোটার তালিকায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ। এই ইস্যুতে এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে। তাঁর অভিযোগ, পুরসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে প্রায় ৯৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটার যুক্ত করা হয়েছে ভোটার লিস্টে। কমিশনের নাকের ডগায় এই কুকীর্তি হয়েছে।

রবিবার দলীয় সভায় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ ঠাকরে বলেন, 'আমাদের কাছে খবর রয়েছে পুরসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে এখন থেকেই ভোট কারচুপির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৯৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটারকে ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত নেতৃত্বের উদ্দেশে আমাদের বার্তা ছোট ছোট দল তৈরি করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার লিস্ট খতিয়ে দেখুন। যতদিন না গোটা বিসয়টা স্পষ্ট হচ্ছে, ততদিন কোনও নির্বাচন হবে না।' রাজ ঠাকরের অভিযোগের পর মহারাষ্ট্রের বাকি বিরোধীদলগুলিও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেন, 'শীঘ্রই এই বিষয়ে আলোচনায় বসতে চলেছি আমরা। আমাদের দলের প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি (শরদ) প্রধান শরদ পাওয়ার ও অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা হবে। এরপর নির্বাচন কমিশনে গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলব আমরা। রাউতের অভিযোগ, প্রতিটি নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে। এভাবেই ভোটে জিতছে বিজেপি। নভেম্বরে মুম্বইয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একটি বড় প্রতিবাদ মিছিল বের করব আমরা।'

ইয়েমেন উপকূলে জাহাজ থেকে উদ্ধার ২৩ ভারতীয় নৌকর্মী

সানা, ২০ অক্টোবর: ইয়েমেনের এডেন উপকূলে এলপিজি বোঝাই জাহাজে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পরই জাহাজটিতে আগুন লেগে যায়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটি থেকে ২৩ জন ভারতীয় ক্রু-কে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় নেপথ্যে হাউথিরা জড়িত রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট।

আগুন ধরে যাওয়া জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৩ জন ভারতীয় নৌকর্মীকে। ক্যামেরুনের পতাকাবাহী ওই পণ্যবাহী জাহাজটিতে 'লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস' (এলপিজি) বোঝাই করে পূর্ব আফ্রিকার ডিজিবোটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শনিবার জাহাজটিতে একটি বিস্ফোরণের পরে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জিবুটির উপকূলরক্ষী বাহিনী জাহাজ থেকে ২৩ জন ভারতীয় নৌকর্মীকে উদ্ধার করে।

'এমভি ফ্যালকন' নামে ওই জাহাজটিতে কী কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইয়েমেনের বন্দর শহর এডেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল সংলগ্ন এলাকা দিয়ে ডিজিবোটির দিকে যাচ্ছিল জাহাজটি। সেই সময়েই শনিবার মাঝসমুদ্রে আগুন ধরে যায় তাতে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার অভিযানে নামে জিবুটির উপকূলরক্ষী বাহিনী। লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরে অসামরিক জাহাজের সুরক্ষা এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য মাঝেমধ্যেই এক বিশেষ অভিযান চালায় ওই উপকূলরক্ষী বাহিনী।

পরে উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, 'এমভি ফ্যালকন' জাহাজটিতে মোট ২৬ জন নৌকর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৪ জন নৌকর্মীকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নৌকর্মীদের মধ্যে ২৩ জন ভারতীয় এবং এক জন ইউক্রেনের নাগরিক। তাঁদের উদ্ধার করে জিবুটি উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে দু'জনের এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ময়দান

পদত্যাগ করে অস্কারকে নিয়ে বিস্ফোরক সন্দীপ নন্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল হেরে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বলেন, টাইব্রেকারে দেবজিৎ মজুমদারকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত তার সহকারীদের ছিল। তিনি চাননি গিলকে বসিয়ে দিয়ে দেবজিৎকে নামাতে। এরপর থেকেই ইস্টবেঙ্গলের অন্দরে ফাটলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাহলে কি নিজের সহকারীদের সঙ্গে মতের অমিল রয়েছে অস্কারের? এবার প্রকাশ্যে এল সেই ফাটল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে পদত্যাগ করলেন দলের বাঙালি গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী। অস্কার ব্রুঁজোর সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন সন্দীপ।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকালের বিমানবন্দরে। এদিন সকালের বিমানেই সুপার কাপ খেলার জন্য গোয়া উড়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল দল। গোটা দল সহ ছিলেন কোচিং স্টাফেরাও। গোয়া বিমানবন্দর থেকেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এর জেরে গোয়া পৌঁছেও সেখান থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন সন্দীপ নন্দী। দেবজিৎকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই এই মনোমালিন্যর সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গোলকিপার কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন এই বাঙালি গোলকিপার। বিস্ফোরক সন্দীপ নন্দী একহাত নিলেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুঁজোকে। সন্দীপ নন্দী আক্ষেপের সুরে জানালেন, শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গলে কোনও রকম ভালো কাজের পরিবেশ তিনি পাননি। তাঁর কথায়, ক্লাবআমাকে সব সময়ই সন্দেহ করা হত। কারণ ক্লাব থেকে আমাকে দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আমি নাকি খবর ফাঁস করি ক্লাব অফিসিয়ালদের। এই পরিবেশে কাজ করা যায় না। গোয়া বিমানবন্দরে আমাকে যখন সকলের সামনে অপমান করা হয়, তখন আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। ভারতীয় কোচেদের অপমান করার সাহস বিদেশি কোচেরা কিভাবে পায়?

শীতের ইডেনে ফিরছে টেস্ট উৎসব, শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রি, জানাল সিএবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ বিরতির পর আবার টেস্ট ম্যাচের আয়োজক হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেন্স। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনে শুরু হবে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট। প্রায় চার বছর পর কলকাতা আবার পাঁচদিনের ক্রিকেটের উত্তাপ অনুভব করবে। এই ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল উন্মাদনা।

সিএবি (ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল) জানিয়েছে, সোমবার অর্থাৎ ২০ অক্টোবর দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে টিকিট বিক্রি। দীপাবলির শুভ মুহূর্তে টিকিট বিক্রি শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দর্শকরা এবার টিকিট কিনতে পারবেন ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো অ্যাপ থেকে। অনলাইনে কেনার সুবিধা থাকায় রাজ্যের বাইরের ক্রিকেটপ্রেমীরাও সহজেই টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন।

টেস্ট ম্যাচের টিকিটের দামও রাখা হয়েছে যথেষ্ট সাধ্যের মধ্যে। একদিনের টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ৬০ টাকা, যা সাধারণ দর্শকদের জন্য বড় সুযোগ। এছাড়া পাঁচদিনের সিজন টিকিট পাওয়া যাবে ৩০০, ৭৫০, ১০০০ ও ১২৫০ টাকায়। ফলে দর্শকরা চাইলে পুরো ম্যাচের আনন্দ নিতে পারবেন, আবার ইচ্ছে করলে নির্দিষ্ট দিনের জন্যও টিকিট কাটতে পারবেন।

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল দীপাবলির পর থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করে উৎসবের দিন থেকেই বিক্রি শুরু করার ঘোষণা করেছে সিএবি। বোর্ডের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, উৎসবের আবহেই টিকিট বিক্রিতে ভিড় জমাবে হাজার হাজার সমর্থক।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্টে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। সেই সিরিজের দিল্লি টেস্টটি প্রথমে ইডেনে হওয়ার কথা থাকলেও পরে পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়।

বর্তমানে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে সপ্তম স্থানে। ফলে এই সিরিজ ভারতীয় দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুভমান গিলের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দল এবার ঘরের মাঠে শক্তিশালী শুরু করতে চায়।

দীর্ঘদিন পর ইডেনের গ্যালারিতে ফিরছে টেস্টের আবহ, ফিরবে পাঁচদিনের ক্রিকেটের নস্টালজিয়া। উৎসবের মরসুমে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এ যেন এক বাড়তি আনন্দের উপহার;ইডেনে ফের টেস্ট ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অবসর নিলেন পারভেজ রসুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট থেকে অবসরের নিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেটার পারভেজ রসুল। সোমবার নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন রসুল। পারভেজ হলেন সেই ক্রিকেটার যিনি ভূ-স্বর্গ থেকে উঠে আসা প্রথম ক্রিকেটার যে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ভারতের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর।

রসুল দীর্ঘ ১৭ বছর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। তাঁর মোট রান ৫, ৬৪৮। উইকেট নিয়েছেন ৩৫২টি। সূত্রের খবর, সোমবার রসুল তাঁর অবসরের সিদ্ধান্ত নাকি তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকেও জানিয়ে দিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরের এই ক্রিকেটার টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে মাত্র দুটি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল একদিনের ম্যাচ। এবং অন্যটি ছিল টি-টোয়েন্টি। একদিনের যে ম্যাচটি রসুল খেলেছিলেন সেই ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে ১০ ওভারে ৬০ রান দিয়ে দুটি উইকেট ঝুলিতে পুড়েছিলেন তিনি। এবং টি-টোয়েন্টিতে রসুল যে ম্যাচটিতে খেলেছিলেন কানপুরে সেই ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ড। অধিনায়ক ছিলেন বিরাট।

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	REAIRING OF C.C.ROAD FROM BIBHASH DEYS HOUSE TO THAKUR BARI AT B-BLOCK OF WARD NO - 2, WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS SCHEME. GROUP- A.	WBMAD/BM/15e/2025-26 Memo. No.: 606/PWD Dated: 17.10.2025	20.10.2025 at 06.00PM	12.11.2025 at 11.55AM
2.	CONSTRUCTION OF NEW C.C.ROAD NEAR KALI MONDAL'S HOUSE AT B-BLOCK OF WARD NO - 2, WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS SCHEME. GROUP- B.			
3.	REPAIRING OF C.C.ROAD FROM NEMAI MONDAL HOUSE TO NETAI MONDAL HOUSE OF WARD NO - 2, WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS SCHEME. GROUP- C.			
4.	CONSTRUCTION OF DRAIN COVER FROM JIBAN SARKAR'S HOUSE TO SUKUMAR KABIRAJ'S HOUSE AT B-BLOCK OF WARD NO - 2 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS SCHEME. GROUP- D.			

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, **Chhitka Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), P.O-Chhitkadaspara, Nadia. NIET No -20 of Chhitka **GP of 2025-2026/15th/CFC/Untied,** 21of Chhitka GP of **2025-2026/15th/CFC/Tied.** Last date of submission **29.10.2025 up to 05 and 02p.m.** visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় (আমাদেরপাড়া আমাদের সমাধান) প্রকল্প রূপায়নের জন্য (APAS Fund হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. 001/APAS/DBGP/2025-26, Dated: 17/10/2025। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
প্রধান
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	CONSTRUCTION OF C.C.ROAD NEAR BHAKTA DAS HOUSE AT NANDIPUKUR PAR OF WARD NO - 1 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN SCHEME. GROUP- A.	WBMAD/BM/14e/2025-26 Memo. No.: 605/PWD Dated: 17.10.2025	20.10.2025 at 06.00PM	10.11.2025 at 11.55AM
2.	REPAIRING OF EXISTING C.C.ROAD NEAR KAKOLI BISWAS HOUSE AT KATARI GHAT ROAD OF WARD NO - 1 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN SCHEME. GROUP- B.			
3.	REPAIRING OF EXISTING C.C.ROAD NEAR GOUR MANDAL HOUSE AT NANDINPUKUR PAR OF WARD NO - 1 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN SCHEME. GROUP- C.			
4.	CONSTRUCTION OF SURFACE DRAIN AT MUSTHAFI PARA OF WARD NO-01 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN. GROUP- D.			
5.	PAINTING OF BIRNAGAR DHAKINPARA G.S.F.P SCHOOL OF WARD NO-01 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN. GROUP- E.			
6.	CONSTRUCTION OF PROPOSED COMMUNITY HALL SHADE AT DHAKINPARA OF WARD NO-01 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN. GROUP- F.			
7.	CONSTRUCTION OF THE PROPOSED DRAIN COVER NET AT BOSE PARA LANE (SANTOSH CHOUDHARY TO BURO SINGHA ROY) OF WARD NO-01 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN. GROUP- G.			

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

চ্যালেঞ্জ ভালবাসো? ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির পরীক্ষা তোমার জন্য

রোমাঞ্চ আর সম্মানের সেরা চাকরি

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই সরাসরি 'কমিশন্ড অফিসার' হওয়ার সুযোগ। তাও আবার প্রতিরক্ষা বিভাগ যথা আর্মি, নেভি ও এয়ারফোর্স-এ! পোশাকি নাম 'ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি' বা এনডিএ পরীক্ষা। পরিচালনার দায়িত্বে থাকে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। কী এই পরীক্ষা? কেমন যোগ্যতা দরকার? সিলেবাসই বা কেমন? শূন্যপদ কত? কী ভাবে সফল হবে? পরীক্ষায় পাশ করার পর কেমন হবে তোমার পেশার ধরন? এমনই সব হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিজ্ঞ পেশাপরামর্শক এবং ভারতীয় নিরীক্ষা ও হিসাব দফতরের আধিকারিক অনিন্দ্য কিশোর।

ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার কথা মনে আছে? কার্গিল যুদ্ধের হিরো, যিনি বলেছিলেন, ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর!দ কিংবা ধরো ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট গুঞ্জন সাক্সেনা, যিনি যুদ্ধের সময় একাই মেয়ে হিসেবে হেলিকপ্টার উড়িয়েছিলেন। এই মানুষগুলি কিন্তু রিল লাইফের হিরো বা হিরোইন নন, এঁরাই আমাদের রিয়েল হিরো। ওই জলপাই সবুজ (অলিভ গ্রিন) বা ধবধবে সাদা ইউনিফর্মটা দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন গর্বে ভরে ওঠে, তাই না?

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি পরীক্ষা বা 'এনডিএ' শুধু একটা চাকরি নয়, ওটা একটা প্যাশন, একটা লাইফস্টাইল। দেশের জন্য সবটা দিয়ে দেওয়ার একটা জেদ। দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করার পরই কিন্তু এই স্বপ্নের দরজাটা খুলে যায়। পুণের কাছে খড়কওয়াসলা-তে আছে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি। এটাই হল সেই আঁতুড়ঘর, যেখানে আর্মি, নেভি আর এয়ারফোর্সের অফিসাররা একসঙ্গে ট্রেনিং নেন। আর এই জবরদস্ত অ্যাকাডেমিতে ঢোকার টিকিট হল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এনডিএ পরীক্ষা।

পরীক্ষাটা ঠিক কী?

কে পরীক্ষা নেয়?
এই পরীক্ষাটা নেয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। মানে, যারা আইএএস, আইপিএস-এর মতো বড় পরীক্ষাগুলি নেয়, তারাই।

কেন এই পরীক্ষা?
ইন্ডিয়ান আর্মি, নেভি আর এয়ারফোর্সে অফিসার পদে যোগ দেওয়ার জন্য।

কখন হয়? বছরে দু'বার করে এই পরীক্ষা হয়। এনডিএ-১ (পরীক্ষা হয় এপ্রিল নাগাদ) এবং এনডিএ-২ (পরীক্ষা হয় সেপ্টেম্বর নাগাদ)।

কী ভাবে বাছা হয়?
পুরো ব্যাপারটা মূলত দু'টি ধাপে হয়। দু'টি ধাপই খুব গুরুত্বপূর্ণ ১. লিখিত পরীক্ষা (ইউপিএসসি নেয়) ২. এসএসবি ইন্টারভিউ (আর্মির নিজস্ব বোর্ড ৫ দিন ধরে নেয়) দু'টিতেই পাশ করলে তারপর হয় মেডিক্যাল টেস্ট। তারপর ফাইনাল মেরিট লিস্ট বেরোয়।

শূন্যপদ কত?
এনডিএ পরীক্ষার জন্য বার্ষিক শূন্যপদ প্রায় ৪০০-৪৫০টি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও সঠিক সংখ্যা প্রতি বছর পরিবর্তিত হয় এবং বিজ্ঞপ্তির সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়।

কারা আবেদন করতে পারবে?

এটাই সবচেয়ে জানা জরুরি, ভাল করে দেখে নাও।

- **বয়স:** তোমার বয়স অবশ্যই সাড়ে ১৬ বছর থেকে সাড়ে ১৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। (জয়েন করার সময় এই বয়সটা ধরা হয়, ফর্ম ফিলাপের সময় নয়)। প্রত্যেকবার ফর্ম বেরোলে তাতে জন্ম তারিখের একটা রেঞ্জ (যেমন, এই তারিখ থেকে এই তারিখের মধ্যে জন্ম) পরিষ্কার লেখা থাকে।
- **লিঙ্গ ও বৈবাহিক অবস্থা:** ছেলে বা মেয়ে, সবাই আবেদন করতে পারো। তবে একটাই শর্ত, তোমাকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

- **আর্মি উইং:** যে কোনও স্ট্রিম (সায়েন্স, আর্টস, কমার্স) থেকে ১০+২ বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে। যারা পরীক্ষা দিচ্ছ, তারাও আবেদন করতে পারো।
- **এয়ারফোর্স ও নেভাল উইং:** এই দু'টি শাখার জন্য কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণিতে পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্ক থাকতেই হবে।

পরীক্ষার প্যাটার্ন লিখিত পরীক্ষা

পরীক্ষাটা খাতায়-কলমে হয়, মানে ওএমআর শিটে গোল্লা পাকাতে হয়। একই দিনে দু'টি পেপার হয়।

পেপার-১ অঙ্ক

- **মোট নম্বর:** ৩০০। সময় আড়াই ঘণ্টা। প্রশ্ন ১২০টি (সব এমসিকিউ)।
- **সিলেবাস:** মূলত ক্লাস ১১-১২-এর অঙ্ক। যেমন - অ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতি, ম্যাট্রিক্স, ডিটারমিন্যান্টস, ক্যালকুলাস, ভেক্টর, স্ট্যাটিস্টিক্স।
- **নেগেটিভ মার্কিং:** আছে! একটা উত্তর ভুল হলে ০.৮৩ নম্বর কাটা যাবে।

পেপার-২ জেনারেল এবিলিটি টেস্ট
মোট নম্বর ৬০০। সময় আড়াই ঘণ্টা। প্রশ্ন ১৫০টা (সব এমসিকিউ)।
এই পেপারটার আবার দু'টি ভাগ আছে

- **পার্ট-এ (ইংরেজি):** ২০০ নম্বর (৫০টা প্রশ্ন)। এখানে মূলত গ্রামার, ভোকাবুলারি (শব্দভাণ্ডার), সিনোনিম-অ্যান্টনিম, ভুল খোঁজা এইসব থাকে।
- **পার্ট-বি (জেনারেল নলেজ):** ৪০০ নম্বর (১০০টা প্রশ্ন)। এর মধ্যে থাকে ফিজিক্স (প্রায় ১০০ নম্বর), কেমিস্ট্রি (প্রায় ৬০ নম্বর), জেনারেল সায়েন্স/বায়োলজি (প্রায় ৪০ নম্বর), ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম (প্রায় ৮০ নম্বর), ভূগোল (প্রায় ৮০ নম্বর), কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (প্রায় ৪০ নম্বর)
- **নেগেটিভ মার্কিং:** আছে! জেনারেল এবিলিটি টেস্ট পেপারে একটা ভুল হলে ১.৩৩ নম্বর কাটা যাবে।

আসল পরীক্ষা এসএসবি ইন্টারভিউ

লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে তোমার কাছে এসএসবি ইন্টারভিউয়ের জন্য কল লেটার আসবে। মনে রাখবে, লিখিত পরীক্ষার মতো এসএসবি-এর জন্যও আলাদা করে ৯০০ নম্বর থাকে।
অনেকে বলেন, এটা ইন্টারভিউয়ের থেকেও বেশি। যাকে বলে 'পার্সোনালিটি টেস্ট'। টানা ৫ দিন ধরে চলে এই প্রক্রিয়া। এখানে তোমার বইয়ের বিদ্যে নয়, দেখা হয় তোমার মাথা ঠান্ডা রাখার ক্ষমতা, টিম নিয়ে চলার ক্ষমতা, সাহস, কথা বলার ভঙ্গি আর একজন অফিসারের মতো ভাবতে পারো কিনা। যাকে বলা হয় 'অফিসার লাইক কোয়ালিটি'।

৫ দিনে কী কী হয়?

- **দিন ১ (স্ক্রিনিং টেস্ট):** একটা বুদ্ধির পরীক্ষা (ওএইআর) আর একটা ছবি দেখিয়ে গল্প লেখা ও সেটা নিয়ে আলোচনা (পিপিডিটি) হয়। এখানে যারা বাদ যায়, তারা সেদিনই বাড়ি ফিরে আসে।
- **দিন ২ (সাইকোলজি টেস্ট):** তোমার মন বোঝার জন্য পর পর অনেকগুলি টেস্ট হয়। যেমন - ছবি দেখে গল্প লেখা (টিএটি), একটা শব্দ দিয়ে বাক্য বানানো (ডাব্লুএটি), বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তুমি কী করবে (এসআরটি) ইত্যাদি।
- **দিন ৩ ও ৪ (জিটিও টাস্ক):** এটা পুরোটাই মাঠের ওপর। দল বেঁধে বিভিন্ন বাধা টপকানো, একা বাধা টপকানো , গ্রুপ ডিসকাশন এইসব। এই দু'দিনের মধ্যেই তোমার পার্সোনাল ইন্টারভিউও হয়ে যায়।
- **দিন ৫ (কনফারেন্স):** ফাইনাল রেজাল্ট। বোর্ডের সব অফিসার মিলে ঠিক করেন তোমাকে 'সুপারিশ' করা হল কিনা।

তারপর কী?

এসএসবি-তে নির্বাচিত হলে মেডিক্যাল টেস্ট হয়। সেটাতেও ফিট হলে, তোমার নাম ওঠে ফাইনাল মেরিট লিস্টে। এই লিস্ট তৈরি হয় তোমার লিখিত পরীক্ষার নম্বর ও এসএসবি-র নম্বর যোগ করে।

ব্যাস! তারপর সোজা পুণের খড়কওয়াসলায় এনডিএ-তে তিন বছরের জবরদস্ত ট্রেনিং! এই ট্রেনিং তোমার জীবন সম্পূর্ণ বদলে দেবে। পড়াশোনার পাশাপাশি চলবে প্যারেড, অস্ত্র চালানো, দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো। তিন বছর পর তুমি জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ, বিএসসি বা বিটেক ডিগ্রি পাবে।
এনডিএ-র পর আরও ১ বছরের স্পেশাল ট্রেনিং হয়।

- **আর্মি:** দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে।
- **নেভি:** এঝিমালার ইন্ডিয়ান নেভাল অ্যাকাডেমিতে।
- **এয়ারফোর্স:** হায়দ্রাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে।

ট্রেনিং শেষ হলেই তোমার কাঁধে উঠবে অফিসারের স্টার; লেফটেন্যান্ট (আর্মি), সাব-লেফটেন্যান্ট (নেভি) বা ফ্লাইং অফিসার (এয়ারফোর্স)।
রাস্তাটা নিঃসন্দেহে কঠিন, কিন্তু সম্মানটা? সেটা অতুলনীয়। দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার এই সুযোগ ক'জন পায়? জেদ থাকলে তুমিও পারবে।

অহেতুক বিলাসিতা তছনছ করে দিতে পারে সবকিছু

ডাঃ শামসুল হক

বিলাসবহুল জীবন যে কখনও কারও জন্মগত অভ্যাস হতে পারে না সেটা স্বীকার করেছেন সকলেই। একজন শিশু তার পারিবারিক জীবন যাপন এবং সেইসঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক গতিপ্রকৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েই নিজেকে তৈরি করে নেয় নিজের ই মতো করে। আর সেইসময় নিয়মিতভাবেই সে যদি দেখতে অভ্যস্ত হয় নানান রকমের বিলাসিতায় ভরপুর কাছের মানুষজনদের , তাহলে আস্তে আস্তে সে নিজেও মিশে যেতে পারে তারই স্রোতে ।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সবকিছু দেখতে দেখতেই সেও ভোগবিলাসী হয়ে ওঠে। আর সেটাই হয়ে ওঠে তার জীবনের পতনের সবচেয়ে বড় একটা কারণও। একটা সময় সে হারিয়ে ফেলে তার মানবিক মূল্যবোধও । বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ অভিভাবক ই সেটাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পরোক্ষে তাকে প্রশ্রয় দিয়েই চলেন।

অত এব তেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনাকেও কঠোর মনোভাবাপন্ন হতেই হবে। আপনারা সন্তানের উপর আপনার স্নেহ ভালবাসা নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু সেটার প্রয়োগ যাতে সঠিকভাবেই সম্পন্ন হয়, খেয়াল রাখতে হবে সেদিকেও। আর সেজন্য আপনাকে সংযমী হতেই হবে। আপনি এবং আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রতিদিন যে সমস্ত চালচলনে অভ্যস্ত হবে, আপনার সন্তান ও সেগুলোকেই রপ্ত করতে চেষ্টা করবেই করবে।

উচ্চবিত্তদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমাদের এই চেনাজানা পরিমণ্ডলের মাঝখানে যারা দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে বেশিরভাগই কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অত এব আমাদের বিলাসিতা যেন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর সেইসব পরিবারের সদস্যদের একেবারে তাদের বালক বেলাতেই বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাকে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হবে তার নিজস্ব পরিবারের সীমাবদ্ধ আয়ের উপর নির্ভর করেই।

দিন যত এগিয়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে আমাদের দৈনন্দিন চালচলন এবং জীবনধারণও। ফলে সেই গতানুগতিক জীবন যাপন এবং সাধারণ খাদ্যাভাস সহ অন্যান্য বিলাসিতা ছেড়ে আমারা যেন অন্য কোন গ্রহের বাসিন্দা হতে শুরু করেছি। তাই পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে আমাদের অর্থ সামাজিক ব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে কাজের গতি প্রকৃতিও। সঙ্গত কারণে তাই কাছের বাজারেও বেড় চলছে প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গে চলছে অকৃত্রিম একটা ঘোড়দৌড়ও।

সুতরাং প্রত্যেকেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, তার সঙ্গে সমতা বজায় রেখেই বাস্তবের ভূমিতে বেঁচে থাকতে হবে সকলকে। আর সেজন্য নিজেকেও প্রস্তুত করতে হবে নিজের মতো করেই। নিজের সহপাঠী এবং কাছের লোকজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গতি প্রকৃতি যেন হয় ঠিক নিজেরই মতো।

বাস্তবে সেই কাজ নিজের পক্ষে নিশ্চয়ই তেমন সহজসাধ্য নয়। তাই সেই ব্যাপারে অভিভাবক সহ অন্যান্য কাছের মানুষদের ও সদা সতর্ক থাকতেই হবে। নইলে কালের স্রোতে সবকিছু ভেসে যেতে সময় ও তেমন একটা লাগবে না। তখন সে হয়তো ভুলতে চাইবে নিজের সামর্থ্যের কথাও। বলাই

দিন যত এগিয়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে আমাদের দৈনন্দিন চালচলন এবং জীবনধারণও। ফলে সেই গতানুগতিক জীবন যাপন এবং সাধারণ খাদ্যাভাস সহ অন্যান্য বিলাসিতা ছেড়ে আমারা যেন অন্য কোন গ্রহের বাসিন্দা হতে শুরু করেছি। তাই পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে আমাদের অর্থ সামাজিক ব্যবস্থা এবং সেইসঙ্গে কাজের গতি প্রকৃতিও। সঙ্গত কারণে তাই কাছের বাজারেও বেড় চলছে প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গে চলছে অকৃত্রিম একটা ঘোড়দৌড়ও।

বাহুল্য, বিলাসী বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে সেও তাদের মতোই হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে এবং ছুটে চলবে ভুল পরেও। হয়তো ঘুরে বেড়াবে মরুভূমির বুকে মরিচীকা খোঁজার মতোই। ফলে সে ভুলতে বসবে নিজস্ব আত্মনির্ভরতা। স্তব্ধ হবে জীবনের যাবতীয় স্বপ্ন দেখাও।

অত এব সাধারণ জীবন যাপনেই অভ্যস্ত হতে হবে নিজেকে। আর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে আপনার সন্তান সন্ততিদেরও। তাতে সে যেমন তার নিজস্ব ভালমন্দ বুঝতে শিখবে, ঠিক তেমনই নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা সহ জীবনের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারেও সংযমী হতে হবে। অন্ততঃ অবহেলার
বলে সবকিছুকে উপেক্ষা করার চেষ্টা সে নিশ্চয়ই করবে না।

সর্বশেষে আবার ও বলি আপনি আপনার সন্তান-সন্ততিদের প্রতিনিয়ত বোঝাবার চেষ্টা করবেন যে, বিলাসিতা কখনই মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে না। তাই আঁকড়ে ধরতে হবে নিজস্ব জীবনধারণ পদ্ধতি সহ বাস্তবমুখী হওয়াও। আর সেটার জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন কঠিন আত্মপ্রত্যয়েরও। আর তার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকেই হতে হবে তার প্রধান শিক্ষকও।

'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন'

প্রতিটি মানুষের মধ্যে দু'টি করে সত্তা আছে সৎ - অসৎ, উত্তম - অধম। একটির ঝোঁক ভালোর দিকে, অন্যটি কিন্তু মন্দকে আঁকড়ে ধরতে চায় বা বাধ্য হয়। শিশু এবং অপ্রকটিত অবস্থায় মানুষমাত্রেই সাধারণত সৎ বা ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের মধ্যে কোনও একটি সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে, তখন অনেক মানুষের নিজের মধ্যেই থাকা 'পশুত্ব' তাঁকে 'মানুষ' হতে বাধা দেয়। তাঁকে প্রকৃত মানুষ করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন পিতা-মাতা, উপযুক্ত শিক্ষক এবং নির্লোভ ও 'মেরুদন্ড' সোজা রাখা বুদ্ধিজীবী সমাজ ও দেশনায়কগণ।

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

কবির ভাষায় - 'পশুরে দিয়েছ নখ দাঁত, / হিংস্রতায় করে রক্তপান / আমারে দাওনি তাহা, তবু আমি / পশু - হিংস্রতায় করি রক্তপান।'

উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ ও অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে 'পশুত্ব' ভাবকে দুর করতে হয় । কী সেই শিক্ষা? স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।' আবার কবির কণ্ঠে শোনা যায়,

'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান, / তার বেশি করে না সে দান, / আমারে দিয়েছ সুর, আমি তারও বেশি / করি দান / আমি গাই গান।'

'গীতা'য় তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন - মানুষ ইচ্ছা না করলেও কেন পাপাচরণ করে? তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাম ও ক্রোধ - এই দুটিই শত্রু বলে জানিয়েছেন। পাপকাজে প্রবৃত্ত হওয়ার মূল কারন হোল 'কাম' - অর্থাৎ জাগতিক সুখভোগ এবং সম্পদ সংগ্রহের কামনা।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে দু'টি করে সত্তা আছে সৎ - অসৎ, উত্তম - অধম। একটির ঝোঁক ভালোর দিকে, অন্যটি কিন্তু মন্দকে আঁকড়ে ধরতে চায় বা বাধ্য হয়। শিশু এবং অপ্রকটিত অবস্থায় মানুষমাত্রেই সাধারণত সৎ বা ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষের মধ্যে কোনও একটি সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। তখন মানুষের মধ্যেই থাকা 'পশুত্ব' মানুষকে 'মানুষ' হতে বাধা দেয়।

ইংরেজি ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি প্রবচন - 'জেকিল ও হাইড'। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের লেখা উপন্যাস 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড' -এর মূল বিষয় অনুসারে এই প্রবচনটির উৎপত্তি। ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইড একই ব্যক্তি। কখনো তিনি 'জেকিল'রুপী মহামানব, আবার কখনো বা 'হাইড'রুপী দানব। রাতের অন্ধকারে 'ডাক্তার জেকিল' হাইডের চেহারা নিয়ে জঘন্য কাজে লিপ্ত হতেন। খুন, জখম অমানবিক অত্যাচার ইত্যাদি হিংস্র ও নিষ্ঠুর কাজকর্ম করে দিনের বেলা জেকিলের চেহারা ফিরে পেতেন। তাই কেউ তাকে ধরতে পারত না। দিনের বেলায় আবার জেকিলরূপে অসহায় মানুষের 'পাশে' দাঁড়াতেন। রাজ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে জেতার জন্যে 'জেকিল'এর মতো দান খয়রাতি দিয়ে মহামানব রূপ এবং শাসনক্ষমতায় বসেই 'হাইড'এর মতো 'অন্যে কবে না কথা'- দানবীয় রূপ ধারণ করে এই প্রবচনটির বাস্তব প্রতিফলন প্রকট করে তুলেছে বাংলা তথা দেশজুড়ে বিভিন্ন শাসকদল । 'জেকিল'রূপ ধারণ করে নির্বাচনে 'জয়লাভ' করে শাসন ক্ষমতায় এসেই 'হাইড'রূপে শাসকদলের মদতে নাগরিকজীবনে দানবীয় অত্যাচার এখন দেশের নিত্যদিনের ঘটনা । কবি শঙ্খ ঘোষের কথায় যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে

'আমি তো আমার শপথ রেখেছি / অক্ষরে অক্ষরে / যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন / দিয়েছি নরক করে। / দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল অন্যে কবে না কথা / বজ্র কঠিন রাজ্যশাসনে / সেটাই স্বাভাবিকতা।'

জাতির মেরুদন্ড শিক্ষক সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেনির বৃহৎ অংশ এখন, 'যার খাই নুন, তার গাই গুণ' - এই মন্ত্রে যেন দীক্ষিত। শাসকের কাছে 'শিরদাঁড়া' বিকিয়ে তাঁরা এখন হরেকরকম 'শ্রী', 'ভূষণ', 'পরামর্শদাতা' ইত্যাদি 'নুন' খেয়ে নিজেদের 'কলম' ও মেধা বন্ধক রেখে শাসকের প্রতিটি কাজের গুনগান করে চলছেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক তথা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিজের কলেজের পড়ুয়া মহিলা চিকিৎসক কর্মরত অবস্থায় কলেজের মধ্যেই ধর্ষণ ও খুন হয়ে গেলেও তিনি ছাত্রীর মা - বাবাকে জানান, 'মেয়ে আত্মহত্যা করেছে'। ছাত্রীর মা বাবার আরও অভিযোগ, তাঁদের মৃত মেয়েকে দেখতে না দিয়ে তড়িৎ গতিতে প্রশাসনিক তৎপরতায় মেয়ের দেহ দাহ করে দেওয়া হয়, ঘটনাস্থল দ্রুত ভেঙ্গে সংস্কার করে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হয়। তাঁদের আরও অভিযোগ, পুলিশের গুলিতে নিহত একজন সন্ত্রাসবাদীরও দেহ সৎকারের অধিকার পান তার পরিবার, কিন্তু সে অধিকারও তাঁদের দেওয়া হল না। ভাবতে লজ্জা লাগে, 'শিক্ষক' - নামধারী এরকম ব্যক্তিগণ জাতির কলঙ্ক হলেও সরকারের সম্পদ।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। জন্মের পর থেকে পরিবার এবং পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। সেজন্য প্রয়োজন চরিত্র গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ। শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেনির বৃহৎ অংশ জাতির মেরুদন্ড না হয়ে এখন সরকারের মেরুদন্ড হয়ে উঠছেন, যা জাতির জন্য একটি উদ্বেগের কারণ। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষক, মানুষজন এবং যুবসম্প্রদায়কে সমস্ত ভয়-ডর, লোভ উপেক্ষা করে দেশের ভবিষৎ প্রজন্মের স্বার্থে এই দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া প্রয়োজন, 'মানুষ হইতে হবে, মানুষ যখন'।

লেখক: পেশায় প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক ও নিবন্ধকার